ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■3 September 2021 ■আগরতলা ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং■১৭ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ,শুক্রবার ■RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## আরও একটি মন্ত্রীর পদের দাবী জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি আইপিএফটির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।।** রাজ্য মন্ত্রিসভায় আরও একটি মন্ত্রীর পদের দাবী জানাল বিজেপির জোট শরিক আইপিএফটি। শরিক দলের রাজ্য সভাপতি তথা মন্ত্রী এনসি দেববর্মা এবং সাধারণ সম্পাদক তথা মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে আইপিএফটির তরফ থেকে বলা হয়েছে, রাজ্য মন্ত্রিসভায় মোট বার জন থাকার কথা। নতুন করে তিনজন মন্ত্রী হওয়ায় সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে এগার। আরও একজনকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তাই আইপিএফটি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়ে তাদের দলের একজনকে মন্ত্রী করার দাবী জানিয়েছে।

# বিধানসভায় অযোগ্যতার নজির রেখে অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা রেবতির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।।** গণতন্ত্রের পীঠস্থান ত্রিপুরা বিধানসভায় অধ্যক্ষ পদ থেকে রেবতি মোহন দাসের পদত্যাগ নতুন ইতিহাসকে স্মরণ করাল। আইনসভাগুলি অধ্যক্ষ পদে যারা নির্বাচিত হন তাঁদের সংসদীয় রীতিনীতি, গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ, সর্বোপরি নিরপেক্ষ ভাবমূর্তির এক উজ্জ্বল ছবি অনেকেই ভেবে থাকেন। ব্রিটিশ কমন সভাতে নিরপেক্ষতার উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে নির্দল সদস্যকে অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত করা হয়ে থাকে। ভারতীয় সংসদীয় ধারা সেই পথ থেকে বিচ্যুত। আর এজন্যই রেবতি মোহন দাসের মতো যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা ব্যক্তিরা গুরুত্বপূর্ন ও মর্যাদা সম্পন্ন চেয়ারে অভিষিক্ত হতে পারেন।

বিধানসভার অধ্যক্ষ তাঁর পদত্যাগপত্র আজ বৃহস্পতিবার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের হাতে তুলে দিয়েছেন। বিধানসভার সচিব বিষ্ণুপদ কর্মকার এ-বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন, আজ দুপুরে অধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন রেবতিমোহন দাস। এদিকে, আজই তাঁকে বিজেপি প্রদেশ উপ-সভাপতি পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, প্রশাসনিক কাজ সামলানো তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল। তাই অধ্যক্ষ পদে

রেবতি মোহন দাস।

পদত্যাগ দিয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, বরাবরই সংগঠন নিয়ে কাজ করতেই পছন্দ করি। তাই সংগঠনের বড় দায়িত্ব দেওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

প্রসঙ্গত, বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী রেবতিমোহন দাস ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগ দেন। তিনি প্রতাপগড় এলাকায় প্রাক্তন মন্ত্রী অনিল সরকারের ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু অনিল সরকার প্রয়াত হওয়ার পর থেকে সিপিএম পার্টির সাথে দূরত্ব শুরু হয় রেবতির। একসময় তিনি সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। তাঁকেই ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে প্রতাপগড় কেন্দ্রে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। সিপিএমের ঘাঁটি ওই কেন্দ্র থেকে তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হন।

ত্রিপুরায় ক্ষমতা বদল হওয়ার পর তাঁকে অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সংসদীয় রাজনীতির অভিজ্ঞতার অভাবে বিধানসভা পরিচালনা তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে বিধানসভার অধ্যক্ষ বদলের দাবি উঠেছিল। ইতিপূর্বে একাধিকবার অধ্যক্ষ পরিবর্তনের জল্পনা দেখা দিলেও কার্যত কিছুই হয়নি। সম্প্রতি ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের পর থেকে অধ্যক্ষ বদলের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্যে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে মামলার স্বপক্ষে প্রমাণ ও ভিডিও রেকর্ডিং চেয়েছে উচ্চ আদালত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।।** কোভিড বিধি লঙ্ঘনের দায়ে ধৃত ১৪ তৃণমূল কর্মীকে আদালতে সোপর্দ করার বদলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়ার ঘটনায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেছে উচ্চ আদালত। শুধু তা-ই নয়, থানায় ধৃতদের ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য অন্যায় আবদারের বিষয়টির ভিডিও রেকর্ডিং এবং সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার সংক্রান্ত মামলার স্বপক্ষে প্রমাণ চেয়েছে আদালত। পুলিশের দায়েরকৃত স্বতঃপ্রণোদিত মামলা বাতিল করতে তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিকের আবেদনের শুনানিতে এই আদেশ দিয়েছেন উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি এএ কুরেশি। তিনি পরবর্তী শুনানির দিন ২৩ সেপ্টেম্বর ধার্য করেছেন।

অভিযোগ, গত ৮ আগস্ট খোয়াই থানায় ঢুকে কোভিড বিধি লঙ্ঘনের দায়ে গ্রেফতার ১৪ জন তৃণমূল কর্মীকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিলেন দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ। তাঁরা টেবিল চাপড়ে পুলিশকে চোখ রাঙানি দিয়েছেন। কিন্তু পুলিশ ধৈর্য সহকারে সমস্ত পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে। পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অপরাধে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৬ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। খোয়াই পুলিশ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ দোলা সেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, কুণাল ঘোষ, ত্রিপুরায় তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিক এবং প্রকাশ দাসের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অপরাধে মামলা দায়ের করেছে।

ওই মামলা বাতিল চেয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিক। তাঁর অভিযোগ, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে পুলিশ। জামিনযোগ্য ধারায় নথিভুক্ত মামলায় খোয়াই থানার পুলিশ ১৪ জন তৃণমূল কর্মীকে থানা থেকে জামিন দেয়নি। এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য জড়িত রয়েছে। তাই তিনি মামলাটি বাতিলের আবেদন জানিয়েছেন।

উচ্চ আদালত গত ১৮ আগস্ট উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে ২ সেপ্টেম্বর ওই মামলায় পরবর্তী শুনানির ধার্য করেছিল। ওই সময়ের মধ্যে পুলিশ তদন্তকার্য চালিয়ে যাবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## জিরানীয়ায় পার্টি অফিস ভাঙচুর উদ্বেগ প্রকাশ সিপিএমের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।।** জিরানীয়ায় সিপিএম পার্টি অফিস ভাঙচুর করায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সিপিএম রাজ্য কমিটি। দলের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গতকাল রাত সাড়ে নয়টা থেকে দশটার মধ্যে জিরানীয়া মহকুমার অন্তর্গত সি পি আই (এম)'র কৃষ্ণনগর লোক্যাল কমিটির অফিস বিজেপি দুর্বৃত্তরা বুলডজার দিয়ে ভেঙ্গে দেয়। অফিসটি জোত জায়গায় অবস্থিত ছিল। পার্টি ওই জমিতে দালান তৈরি করেছিল।পুরো এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বেআইনিভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে বিজেপি দুর্বৃত্তরা এই অপরাধ সংগঠিত করেছে।

দালান ভাঙার আওয়াজ পেয়ে আশপাশের মানুষ বেরিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা তাদের জীবনহানির হুমকি দেয়।সাড়ে তিন বছর আগে বিজেপি-আই পি এফ টি জোট সরকার প্রতিষ্ঠার কয়েকদিন পরই বিজেপি দুর্বৃত্তরা পার্টি অফিসের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে অফিসের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## মহিলার শ্লীলতাহানির দায়ে গ্রেপ্তার পঞ্চায়েতের রুরাল প্রোগ্রাম মেনেজার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২ সেপ্টেম্বর।।** পঞ্চায়েত অফিসে প্রয়োজনীয় কাজে আসা এক মহিলার একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে বলপূর্বক শ্লীলতাহানীর অভিযোগে গ্রেপ্তার পঞ্চায়েতের রুরাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার (আরপিএম)।ধৃত আর পি এম এর নাম প্রদীপ দাস। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। নিগৃহীতার তরফ থেকে ধর্মনগর মহিলা থানায় মামলা রুজু। ঘটনা বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের জৈথাং এডিসি ভিলেজে।ধৃত আর পি এম প্রদীপ দাসকে আগামীকাল জেলা আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত জৈথাং এডিসি ভিলেজের আরপিএম প্রদীপ দাসের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যাবৎ মহিলা সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ ছিল।প্রদীপ দাস যেখানেই পোস্টিং হয়ে যান না কেন, সানীয় মহিলাদের টার্গেট করা সহ কুপ্রস্তাব ও অশালীন আচরণের অনেক অভিযোগ ছিল পূর্বের। কিন্তু বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের জৈথাং এডিসি ভিলেজের আরপিএম হয়ে আসার পর সেই পুরনো বদ অভ্যাস পিছু ছাড়েনি তাকে। সানীয় এডিসি ভিলেজে আসা মহিলাদের কুপ্রস্তাবও দিত বলে অভিযোগ। প্রদীপ দাসের বদ মতলবের ভয়ে সানীয় মহিলারা একাকীত্ব ভাবে সানীয় ভিলেজে যেতেন না।

কিন্তু আজ বছর বত্রিশের উপজাতি মহীলা নিজের প্রয়োজনীয় কাজে দুপুর বেলা জৈথাং এডিসি ভিলেজে যান।তখন সানীয় পঞ্চায়েতে শুধু মাত্র আরপিএম প্রদীপ দাস অবসান করছিলেন। পঞ্চায়েতে আসা মহিলা যখন পঞ্চায়েত অফিসে বসে কথা বলছিলেন ঠিক তখন প্রদীপ দাস বদমতলব এঁটে ঐ মহিলাকে কুপ্রস্তাব দেয়। মহিলা প্রদীপ দাসের কুপ্রস্তাবের প্রতিবাদ করা মাত্রই মহিলার উপর ঝাপিয়ে পড়ে প্রদীপ দাস, বলে মহিলার অভিযোগ। পঞ্চায়েত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অহর্নিশি নজরদারির নির্দেশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।।** ত্রিপুরায় ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া নিয়ে পর্যালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার রাতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে নয়াদিল্লিতে এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠক করেছেন। বৈঠক শেষে তিনি কেন্দ্রীয় এবং ত্রিপুরা সরকারের আধিকারিকদের ব্রু-দের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া প্রতিদিন অহর্নিশি নজরদারি করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সর্বশেষ স্থিতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবগত করেছেন।

প্রসঙ্গত, করোনার প্রকোপে ত্রিপুরায় ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁদের পুনর্বাসন শুরু হয়েছে। তাঁদের জন্য চিহ্নিত স্থানে ঘর বানানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে দ্রুততার সাথে ওই প্রক্রিয়া সমাপ্ত করতে। দু-দিনের নয়াদিল্লি সফরে গেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃত্যু রানীরবাজারে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।।** রানীবাজার রেল ব্রিজ এলাকায় দ্রুতগামী রেলের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের।বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। রাজ্যে রেলে কাটা পড়ে মৃত্যুর ঘটনা বেড়েই চলেছে।

বৃহস্পতিবার রানির বাজার রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় রেলের ধাক্কায় অজ্ঞাত পরিচয় আরো এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে রানির বাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। বাসিন্দারা জানিয়েছেন যুবককে তারা ওই এলাকায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## টিভির প্লাগ লাগাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু মহিলার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ সেপ্টেম্বর।।** দুই দিনের ব্যবধানে আবারো বিদুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন এক মহিলা। সংবাদ সূত্রে জানা যায় বাগমা ফাঁড়ির অন্তর্গত বগাবাসা এলাকায় আজ সন্ধ্যার পর টিভির প্লাগ দিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক মহিলা। মৃত মহিলার নাম অনিতা দেবনাথ, স্বামী নেপাল দেবনাথ, বয়স-৬০ বৎসর।আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, টিভির প্লাগ লাগাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়ে অনিতা দেবনাথ নামে বাগমা বগাবাসা সংলগ্ন এলাকার জনৈকা মহিলা। কিছুক্ষণ পর মৃত মহিলার স্বামী নেপাল দেবনাথ এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। নেপাল বাবুর আত্ম চিৎকারে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের চিৎকার চেঁচামেচিতে স্থানীয় ও বাড়ির লোকজন জড়ো হতে থাকে। স্থানীয় ও বাড়ির লোকজন মিলে ঐ মহিলাকে টেপানিয়া স্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন, কর্তব্যরত চিকিৎসক ঐ মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঐ মহিলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ৪৭-হাজারের উর্ধে দৈনিক সংক্রমণ ভারতে করোনায় মোট মৃত্যু ৪৩৯,৫২৯

**নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।।** ভারতে ফের অনেকটাই বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের হার, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও ৫০০-র গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৭ হাজার ০৯২ জন, এই সময়ে কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৫০৯ জনের। বুধবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৫,১৮১ জন, তবে সংক্রমণ বৃদ্ধির জেরে ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৪৮ শতাংশ পৌঁছেছে। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৮৯,৫৮৩ জন (১.১৯ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১১,৪০২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৬,৮৪,৪৪১।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৪৭,০৯২ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ২৮ লক্ষ ৫৭ হাজার ৯৩৭ জন। ভারতে ৬৬.৩০-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৬৬,৩০,৩৭,৩৩৪ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্যোগ মোকাবিলার মহড়া আগরতলায় রাজবাড়ীর দিঘিতে। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

## ল্যাব টেকনিশিয়ান নিয়োগের দাবীতে ডেপুটেশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।।** ল্যাবরটরি টেকনোলজিস্ট নিয়োগ করার দাবিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার অল মেডিকেল ল্যাবরটরি টেকনোলজিস্ট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ডেপুটেশনে পর অল মেডিকেল ল্যাবটারি টেকনোলজিস্ট এসোসিয়েশনের সহ-সম্পাদক সৈকত কুমার রায় জানান, দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্য দপ্তরে উদ্যোগে ল্যাবরটরি টেকনোলজিস্ট নিয়োগ করা হচ্ছে না। ইতিমধ্যে রাজ্যে বেকার ল্যাবরটরি টেকনোলজিস্ট সংখ্যা প্রায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্যে সংগঠন সাজাতে ক্যাডারদের দেওয়া হবে প্রাধান্য, দলছুটদের বন্ধুত্ব যাচাই করবে তৃণমূল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।।** তাড়াহুড়ো করে নয়, ধীরলয়ে ত্রিপুরায় সংগঠন সাজাতে চাইছে তৃণমূল। সত্যিকারের ক্যাডারদের দলে স্থান দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে দলছুটদের বন্ধুত্বও যাচাই করবে তৃণমূল। আজ বৃহস্পতিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং তৃণমূল কর্মী সুস্মিতা দেব দৃঢ়তার সাথে এ-কথা জানিয়েছেন। সাথে তাঁরা স্বীকার করেছেন, ত্রিপুরায় এখনও সংগঠন গড়ে ওঠেনি। তবে মানুষের সমর্থন দেখে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, ত্রিপুরায় শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠবেই। তার জন্য হোটেলে বসে থেকে নয়, মানুষের পাশে গিয়ে সংগঠন সাজানোর অঙ্গীকার নিয়েছে তৃণমূল, প্রত্যয়ের সুর ব্রাত্য বসু ও সুস্মিতার গলায়।

ব্রাত্য বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ১৬৪টি প্রকল্প চলছে। ত্রিপুরায় সরকার গঠন হলে ওই সমস্ত প্রকল্পের সুফল রাজ্যবাসীও পাবেন। তাঁর দাবি, তৃণমূল ত্রিপুরায় ইতিবাচক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। সর্বধর্মের সমন্বয়ে নতুন ত্রিপুরা গড়তে চাইছি আমরা। এতে মানুষের বিপুল সমর্থন মিলবে, জোর গলায় দাবি করেন তিনি।

এদিকে, তৃণমূল সদস্য সুস্মিতা দেব দাবি করেন, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ত্রিপুরায় নতুন করে সংগঠন সাজাতে চাইছে তৃণমূল। তাঁর কথায়, এবারের তুলনা অতীতের সাথে করা উচিত হবে না। দেব বলেন, তৃণমূল এখন ত্রিপুরায় ক্যাডার তৈরি করতে চাইছে। গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এমন মানুষদের খোঁজে বের করা হবে। এর জন্য হোটেলে বসে নয়, পায়ে হেঁটে যেতে হবে গ্রামে। তাঁর দাবি, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি। তাই, তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না তৃণমূল।

সুস্মিতা এবং ব্রাত্য বসু দুজনেই স্বীকার করেছেন, ত্রিপুরায় তৃণমূলের সংগঠন গড়ে ওঠেনি। তাঁরা ইতিমধ্যেই বুঝে গেছেন, ত্রিপুরায় সংগঠন শক্তিশালী করা খুব সহজ নয়। তবু, মানুষের সমর্থন দেখে তাঁদের বিশ্বাস, শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলা অসম্ভব নয়। তাই, ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তে যাত্রা করবেন তাঁরা। প্রত্যেক জেলায় সভা করবে তৃণমূল।

পুরনো বন্ধুদের দলে নেওয়ার বিষয়ে ব্রাত্য বসুর সাফ কথা, বন্ধুত্ব যাচাই করতে হবে। কারণ, তাঁরা বন্ধু না শত্রু, তা বুঝতে হবেই। তাঁর দাবি, সংগঠন শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেক্ষেত্রে মানুষের ভাবাবেগ বুঝে তবেই এগিয়ে যাবে তৃণমূল। এতে বিজেপির বিদ্রোহী বিধায়কদের তৃণমূলে যোগদান নিয়ে এখনও জল্পনা রয়েই যাচ্ছে। কারণ, বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে তৃণমূল সকলকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৩১৪ ▫ ৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং▫ ১৭ ভাদ্র ▫ শুক্রবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

## মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস

ফের বাড়িল রান্নার গ্যাসের দাম। চিন্তায় মধ্যবিত্ত'। এর কারণ দুটি। প্রথমত, গ্যাসে রান্না করত ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি। গ্যাসের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামবৃদ্ধিতে মধ্যবিত্তের পকেটেই টান পড়িত। এই ঘটনা ধনীকে অতটা প্রভাবিত করিত না। তবে, গ্যাসের দাম তখন বাড়িত অনেকদিন পর পর। মোদি জমানায় ভারতের আর্থিক বিকাশের গতিপ্রকৃতি এক অদ্ভুত মোড় নিয়াছে। নোটবন্দি থেকে যাহার সূচনা। সেই দুর্ভাগ্যের দোসর হইয়াছে চলতি দেড় বছরের করোনা মহামারী পরিস্থিতি। অর্থনীতির পণ্ডিতদের একাংশের মতে, মোদি জমানার অর্থনীতির সবচেয়ে বড় অবদান হইল আগেকার মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিলুপ্ত অথবা বিলুপ্তির প্রহর গুনিতেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিম্ন মধ্যবিত্ত কিংবা দরিদ্রের সংজ্ঞাভুক্ত হইয়া গিয়াছে। আর একটি দিক হইল, গত এক থেকে দেড় দশকে রান্নার গ্যাসের (এলপিজি) কানেকশন নিম্ন আয়ের পরিবারগুলিতেও বেশি করিয়া দেওয়ার নীতি নিয়াছে সরকার। এলপিজি সংযোগের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মোদি সরকারের প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনারও আংশিক কৃতিত্ব প্রাপ্য। তাই এলপিজি-র দামবৃদ্ধি এখন আর আলাদাভাবে মধ্যবিত্তকে বিচলিত করে না। এতে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ক্ষুব্ধ প্রায় সকলেই।

এই জমানার প্রথম দিকে ভর্তুকির পরিমাণটা অবশ্য ভদ্রস্থই ছিল। সেটা কমাইতে কমাঈতে, কোনও রাখঢাক নয়, এখন প্রায় শূন্যে নামাইয়া আনা হইয়াছে। ১ সেপ্টেম্বর সিলিন্ডার পিছু রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ানো হল ২৫ টাকা। এই নিয়া মাত্র তিনমাসে মোট ৭৫ টাকা দাম বাড়ানো হইল। ২৫ টাকা হারে প্রথম বাড়ানো হয় জুলাইতে। নিয়ম ভাঙিয়া আগস্টের মাঝামাঝি বাড়ানো হয় আরও ২৫ টাকা। এবার সমপরিমাণ বাড়ানো হইল পয়লা সেপ্টেম্বর। প্রতিমাসে নানাভাবে বাড়াইতে বাড়াইতে আজ ৯৩৬ টাকায় আনিয়া দাঁড় করানো হইয়াছে। অর্থাৎ ৮ মাসে রান্নার জ্বালানি খরচ প্রায় ২০০ টাকা বাড়ানো হইয়াছে। একটু পিছনে ফিরিয়া দেখীলে দেখা যাইবে২০০৪ সালের জানুয়ারিতে সাধারণ মানুষের জন্য গ্যাসের দাম ধার্য ছিল ২৪১ টাকা ৬০ পয়সা। পাঁচবছর পর, ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে তাহা বাড়িয়া হইয়াছিল ২৭৯ টাকা ৭০ পয়সা। অর্থাৎ ৩৮ টাকা ১০ পয়সা বাড়াইতে প্রথম ইউপিএ সরকার সময় নিয়াছিল পুরো পাঁচবছর। সাতবছরে রান্নার গ্যাসের দাম হইয়াছে দ্বিগুণ! ২০১৪ সালের ১ মার্চ গ্যাসের দাম ছিল ৪১০ টাকা ৫০ পয়সা, সেটা ৯ মার্চ, ২০২১ তারিখে দাঁড়ায় ৮১৯ টাকা।

, নির্মলা সীতারামনের বেহাল রাজকোষের লক্ষ্য এখন একটাইপেট্রপণ্য। আয়বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বৈচিত্র আনার ব্যর্থতা ঢাকিতে মোদি সরকার মধ্যবিত্ত ও গরিবকেই টার্গেট করিয়াছেন। ডিজেল, পেট্রলের অস্বাভাবিক দাম বাড়াইয়া সব জিনিসকে অগ্নিমূল্য করিয়া দিয়াছে।পাশাপাশি গ্যাসের দাম বাড়াইয়া এমন করেছে যে খাদ্যদ্রব্য রান্না করাটাই আজ বিরাট চ্যালেঞ্জ হইয়া উঠিয়াছে! মোদ্দা ব্যাপার এটাই বাড়াইতেছে যে, কানেকশন নিয়াও বহু গরিব পরিবার গ্যাসে রান্নার স্বপ্ন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। তাহারা ফিরিয়া যাইবে শুকনো কাঠ-লতাপাতার যুগে। সেই ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হেঁশেল। চোখ জ্বলিতে থাকিবে গৃহিণীদের। তাহারা ফুসফুস, চোখ, ত্বকের অসুখে ভুগিবেন। অকাল মৃত্যুর শিকার হইবেন হাজারে হাজারে মা-বোন। সাধারণের জীবন নিয়া মোদির তুঘলকিপনার শেষ কোথায়সেটাই আজকের বড় প্রশ্ন। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের জনগণকে আচ্ছা দিনের যে সং দেখাইয়াছিল সেই স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে।রান্নার গ্যাসের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে ।

## বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির লায়ন্স ক্লাব অব করিমগঞ্জ ফ্রন্টলাইনের

করিমগঞ্জ (অসম), ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : লায়ন্স ক্লাব অব করিমগঞ্জ ফ্রন্টলাইন করিমগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন সেবামূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ক্লাবের সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষের নেতৃত্বে করোনাকালে পরিস্থিতির শিকার অসহায় লোকদের মুখে আহার তুলে দেওয়া সহ প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও পৌঁছে দিয়েছেন ক্লাবের অন্যান্য পদাধিকারীগণ।

সেবামূলক কাজের অঙ্গ হিসেবে আজ বৃহস্পতিবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেছে লায়ন্স ক্লাব অব করিমগঞ্জ ফ্রন্টলাইন। করিমগঞ্জ শহরের ঐতিহ্যবাহী মদনমোহন আখড়া প্রাঙ্গণে সকাল দশটায় শিবিরের শুভারম্ভ হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি লায়ন বিশ্বজিৎ ঘোষ, বিডিজি-২ লায়ন নির্মল ভুরা, রিজিওনাল চেয়ারম্যান লায়ন বিনোদ গঙ, জোন চেয়ারম্যান লায়ন গৌতম দে, ক্লাবের সম্পাদক লায়ন অসীম নাথ, ফার্স্ট লেডি লায়ন বিজয়া ঘোষ, লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি লায়ন জগদীশ বণিক, সন্তোষ জৈন, অমিত দেবরায়, প্রদীপ কুরি, রূপক ঘোষ, পার্থ দাস, অসিত নাগ প্রমুখ।

শিবিরে ডা. রাজশেখর চক্রবর্তী এবং ডা. মৃগাঙ্ক দাস রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। শতাধিক রোগীর ডায়াবেটিস ও ব্লাড প্রেশার পরীক্ষা করা হয়েছে এদিনের স্বাস্থ্য শিবিরে। এ রকম সেবামূলক কাজ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানান লায়ন্স ক্লাব অব করিমগঞ্জ ফ্রন্টলাইনের সভাপতি লায়ন বিশ্বজিৎ ঘোষ। তিনি বলেন, ৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ছয়টায় ক্লাবের পক্ষ থেকে শিক্ষক দিবস পালন করা হবে। শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করেছেন ক্লাব সভাপতি ঘোষ।

## ধনকরকে পালটা তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনে বিনিয়োগ নিয়ে বৃহস্পতিবার রাজ্যকে তুলোধোনা করেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। রাজ্যপালের এই টুইটের পালটা দিয়েছেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

টুইটারে রাজ্যপাল লিখেছেন, "২০২০ সালের ২৫ আগস্ট ১২ কোটি টাকা বিনিয়োগের যাবতীয় তথ্য চেয়েছিলাম। কিন্তু এখনও তা পাইনি। একবছরে কোনওরকম উত্তর পাইনি।" টুইটে গতবছর মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিটিও জুড়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল। গতবছর শুধু তথ্য তলবই নয়, ধনকর অভিযোগ করেছিলেন, বানিজ্য সম্মেলনের আয়োজনে বিস্তর আর্থিক গণ্ডগোল ছিল।

এর প্রেক্ষিতে এদিন কুণাল লিখেছেন, "আমি জগদীপ ধনকরকে পরামর্শ দিচ্ছি সুকুমার রায়ের পাগলা দাশু পড়ার। আশা করি উনি সেটা উপভোগ করতে পারবেন।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

## উৎসবে সতর্ক থাকতে পরামর্শ কেন্দ্রের, জারি নির্দেশিকা

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উৎসবের মরসুমে দেশবাসীকে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে থাকার পরামর্শ দিল কেন্দ্র। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণের মন্ত্রক থেকে বৃহস্পতিবার নতুন করে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, উৎসবে ভীড় এড়ান। ঘরে থাকুন। রাস্তায় একান্তই বেরোতে হলে মাস্ক ব্যবহার করুন। বজায় রাখুন দূরত্ব।

কেন্দ্রের পাঠানো নির্দেশিকা বলছে, 'সামনেই গণেশ চতুর্থী, ইদ এবং দীপাবলি। গত বছরের মতো এবছরেও এই সব উৎসব পালন করতে হবে কড়া বিধিনিষেধের মধ্যে। আমাদের অনুরোধ, আপনারা সকলে ঘরে থাকুন'। নীতি আয়োগ সদস্য তথা কেন্দ্রের কোভিড ম্যানেজমেন্ট টাস্ক ফোর্সের প্রধান ডা. ভিকে পাল বলেছেন, 'গত বছরের মত এ বছরেও উৎসবের সময় আমাদের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। ভীড় এড়িয়ে চলা উচিত।'

# ভেবেচিন্তেই আফগানিস্তান থেকে সেনা সরাচ্ছেন বাইডেন

**পবিত্র রায়**

আমেরিকা আফগানিস্তান থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়ায় ভারত তথা সারা পৃথিবীর একটি মহল বাইডেনকে কাঠগড়ায় তুলছে এই বলে যে প্রকারান্তরে ভারতকে চাপে ফেলা ও আফগানিস্তানকে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়ে ঠিক করেননি বাইডেন। এই অভিযোগের সত্যতা দেখানোর জন্য অনেকেই অনেক কার্কারণ দর্শাতে থাকবেন। তবে সাময়িকভাবে ভারতকে বিপদগ্রস্ত মনে হলেও এর পিছনে আমার মতে বিপদে ফেলার জন্য আমেরিকা এইমতো ব্যবহার করেনি। খুব সুনু এক রাজনৈতিক চিন্তনের ফসল এইমতো সিদ্ধান্ত বলেই আমার ধারণা। আমার মতে,হঠাৎ করেই আমেরিকা এইমতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি।

সে আবার কেমন? মনে করে দেখতে হবে আমেরিকা কুড়ি বছর আগে কেন আফগানিস্তানে পা রেখেছিল? টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর লাদেন যোগাযোগ পেয়ে আফগানিস্তানের তখনকার শাসক মোল্লা ওমরকে বারবার লাদেনকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার অনুরোধ করে চলেছিল আমেরিকা। আর মোল্লা ওমর বার বার উত্তর দিয়ে চলেছিল যে লাদেন তাঁদের অতিথি আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তখন সে বসবাস করতে আইএসআইয়ের ছতরছায়ার পাকিস্তানভূমে।

১১.০৯.২০০১ তারিখে আমেরিকার বুকে টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে সন্ত্রাসবাদী মুসলিমরা। ওইদিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ছিলেন ক্যাম্প ডেভিডে। এইমতো আক্রমণের খবর পেয়ে তিনি জরুরি ভিত্তিতে ওয়াশিংটন ডিসিতে চলে আসেন। এক বিধ্বস্ত আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে আমরা সেদিন দেখলাম। অত্যন্ত শান্ত গলায় তিনি বললেন, ''বড্ড খিদে পেয়েছে, একটা বার্গার দাও। যথারীতি বার্গার দেওয়া হল। শান্তভাবে প্রেসিডেন্ট সেটা খেলেন। এরপর পারিষদবর্গের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন। আর সেই দিনই মুসলিম জাহানের ভাগ্য নির্ধারণ করার পরিকল্পনা রচিত হয়ে গিয়েছিল। পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে লাদেনকে হাতে পাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই কাজে মোল্লা ওমর রাজি না হওয়ায় তালিবানকে শেষ করে দেওয়ার কথা চিন্তা করে আমেরিকা। আর তার ফলেই আফগানিস্তানে পা রাখে মার্কিন সেনা। কুড়িটি বছর ধরে তালিবানকে একেবারেই কোণঠাসা করে একপ্রকার অবলুপ্তির দিকেই নিয়ে গিয়েছিল। আমেরিকার জানা উচিত ছিল, বাঘকে জঙ্গল থেকে তুলে আনা গেলেও বাঘের মন থেকে জঙ্গল তুলে ফেলা যায় না। তালিবান কোণঠাসা হলেও তাদের মনে বসেছিল কট্টর ইসলামী পন্থা ও নৃশংসতায়, একথা বিলক্ষণ জানত আমেরিকা। আর তার সঙ্গে ছিল পাকিস্তানের মুখ ও মুখোশ। পাকিস্তানের মুখ ছিল তালিবান তথা মৌলবাদ বিরোধী, মুখোশের আড়ালের মুখ ছিল তালিবানী একথাটাও মার্কিনিরা বেশ, ভালোভাবেই জানতে পেরেছিল। আর হঠাৎ করেই যে আমেরিকা আফগানিস্তান ছেড়ে চলে গিয়েছে, তেমনটাও নয়। বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, তিন বছর আগে থেকেই আফগানিস্তান ছাড়ার পরিকল্পনা ছিল আমেরিকার। আমেরিকা কুড়ি বছর পড়ে থেকে কী শুধুই অসফলতা সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেল? আমার কিন্তু মনে হয় পরিকল্পনা হিসেবে তীরা সম্পূর্ণ সফলতা নিয়েই প্রত্যাবর্তন করল। এবার একটু সাম্প্রতিক অতীতের দিকে চোখ বোলানো যেতে পারে।

বহু বামপন্থী মানুষের কাছে শুনতে পাওয়া যায় আফগানিস্তানের এইমতো পরিণতির জন্য তথা তালিবানের উত্থানের জন্য আমেরিকা দায়ী। একথা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করা না গেলেও সঙ্গত কিছু প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। আমেরিকা তালিবানকে তৈরি করেছিল, নাকি করতে বাধ্য হয়েছিল? তখনকার ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ কি সেকথা জানত না? সারা পৃথিবী জানলেও ভারত জানত না, একথা মান্য করা যায় না। ভারতীয় গোয়েন্দারা সম্পূর্ণ খবর জানলেও ভারত সরকার এ বিষয়ে তখন কোনো বিবৃতি দেয়নি কেন? অর্থাৎ জেনেবুঝে চুপচাপ ছিল। কিন্তু কেন?

ভারত তখন আগ্রাসী রূপ ভাল করেই জানত। ভারত সরকার এও জানত যে আফগানিস্তানে যদি সমাজতন্ত্র কায়েম হয়ে যায় ও সোভিয়েত শাসন কায়েম হয়, তাহলে ভবিষ্যতে ভারত সমাজতন্ত্র দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে ভারতের গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত হয়ে স্থায়িত্ব পিন্ন হয়ে পড়বে। অছত বন্ধু সোভিয়েতকে কিছু বলাও সম্ভব হয়েছিল না। সেক্ষেত্রে সব জেনেশুনেও না দেখার ভান করে আমেরিকাকে নারব সমর্থন দেওয়া ছাড়া ভারতের গতান্তর ছিল না। সুতরাং ভারত রাষ্ট্র নিজেও যে পরোক্ষ প্রাথমিক তালিবান প্রতিষ্ঠায় নীরব সমর্থন দিয়েছিল, একথা মান্য করতেই হয়। তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী ভারত কি ভুল করেছিল? না, কোনো ভুল করেনি। আমেরিকা কি ভুল করেছিল? না, তারাও কোনো ভুল পরেনি। সে সময় আত্মঘাতী সমাজতান্ত্রিক মতবাদকে আশু প্রতিহত করার প্রয়োজন ছিল সেক্ষেত্রে আমেরিকা তালিবান সৃষ্টি না করে পাকিস্তানের হয়ে সরাসরি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপক্ষে যুদ্ধে নেমে পড়তে পারত। তাহলে কি বিশ্ব দু'মেরুতে ভাগ হয়ে যেত না বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠতে না। আমেরিকা কিন্তু যথেষ্ট দায়িত্বশীলতার প্রমাণ রেখে সরাসরি যুদ্ধে পড়িয়ে পড়েনি তখন সুতরাং ওই সময়ে তালিবানকেত মদত দিয়ে সোভিয়েত আগ্রাসন রুখে দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্র বজায় রাখতে পেরেছে আমেরিকা। প্রাথমিকভাবে তালিবান প্রতিষ্ঠার সাফল্য কিন্তু অস্বীকার করা যায় না।

আচ্ছা, আগ্রাসী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত যদি আফগানিস্তানে প্রবেশ না করত, তাহলে কি তালিবানের জন্ম হত? নাকি স্থাপন করার প্রয়োজন পড়ত?

> আমেরিকার বর্তমান সেনা সরানোর সূক্ষ্ম পরিকল্পনার কথা। বর্তমান বিশ্বে আমেরিকার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে এসেছে চিন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে। অন্যদিকে উঠে এসেছে মুসলিম শক্তি, স্রেফ মধ্যযুগীয় বর্বরতা অবলম্বন করে ধর্মীয় সহিংসতা সঙ্গী করে। যেন এক অঘোষিত 'নতুন ক্রুসেড' চলছে।

কোনোভাবেই তালিবানের জন্ম হত না। সোভিয়েত ইউনিয়নের হঠকারিতার জন্যই তালিবানের জন্ম, একথা সহজেই স্বীকার করতে হয়। সোভিয়েতের কারণে তৈরি হওয়া তালিবানের অকারণ অত্যাচারে আজ সাধারণ আফগান নাগরিকরা দেশ ছেড়ে বিদেশে আশ্রয় নিতে ব্যস্ত। আর সোভিয়েতের কমিউনিজম ত্যাগ করার পর সেই দেশের গণতান্ত্রিক উত্তরসূর ভ্লাদিমির পুতিন বলছেন, "শরণার্থীর ছদ্মবেশে আফগান তালিবানদের আশ্রয় দিতে চায় না রাশিয়া। প্রথম দফার পরিকল্পনায় সোভিয়েত হঠানো সম্পূর্ণ সফলতা এনে দিয়েছিল তালিবান গোষ্ঠী। তখন কিন্ত অদ্যকার দিনের মতো এত নিষ্ঠুর অপরিণামদশী, ধর্মান্ধ ও অবিবেচক হিসেবে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়নি তালিবানকে, যদিও সব গুণগুলিই বর্তমান ছিল। তবে এখনকার মতো উৎকটভাবে নয়। প্রথম উৎকটতার বাহ্যিক প্রমাণ আমরা পেতে থাকি মোল্লা ওমরের শাসনামলে। সামনে কোনো লক্ষ্য না থাকায় ইসলামের ধর্মগুরুদের প্রত্যক্ষ পরামর্শে এরা সারা পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণের নেশায় মেতে ওঠে। আইএসএ-র সঙ্গে ঠিক সৌহার্দযপূর্ণ সম্পর্ক না. থাকলেও মানসিকতা ছিল সমান-বিরোধী ও বিধর্মী খুন করা হয়ে ওঠে এদের মুখ্য চেতনা। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লড়াই করা বরেণ্য নেতা ও ভারতবন্ধু আহমদ শা মাসুদকে খুন করা হয়। এইমতো মৌলবাদী মানসিকতা কি আমেরিকা বানিয়ে দিয়েছিল? আমেরিকা ইসলামী নামের সংগঠন হলেও বিমুখতা ও জাতীয়তাবাদ। মোল্লা ওমর পাকিস্তানি পৃষ্ঠপোষকতায়ত্ত সেটাকেই বানিয়েছে ধর্মান্ধতা ও অমুসলিম বিরোধী মানসিকতা, যেখানে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে সরাসরি আদেশ হিসেবে। আমেরিকা এইমতো মানসিকতা কুড়ি বছর ধরেও পাল্টাতে পারেনি। আদর্শ যখন ধর্ম দখল করে নেয়, তখন আর পাল্টানো সম্ভব থাকে না।আজ যেসব আফগান মুসলিমরা দেশ ছেড়ে বিদেশে আশ্রয় মানেন না? এঁরা আজ বিদেশে আশ্রয় নিতে যাচ্ছে শরিয়তের ভয়ে, অথচ শরিয়ত ছাড়ছেন না। হ্যাঁ, এখানেই সাফল্য পেয়েছে পাকিস্তান ও মোল্লা ওমর। ভবিষ্যতে যে এঁরা আশ্রয়দাতা দেশের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠবে না সেই নিশ্চয়তা কিন্তু দেখা যায় না।

এবার আমেরিকার বর্তমান সেনা সরানোর সূক্ষ্ম পরিকল্পনার কথা। বর্তমান বিশ্বে আমেরিকার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে এসেছে। চিন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে। অন্যদিকে উঠে এসেছে মুসলিম শক্তি, ক্রেফ মধ্যযুগীয় বর্বরতা অবলম্বন করে ধর্মীয় সহিংসতা সঙ্গী করে। যেন এক অঘোষিত নতুন ক্রুসেড? চলছে। আমেরিকার এই দুই শক্তির ক্ষমতা খর্ব শুধু নয়, শেষ করার পরিকল্পনা করা আছে। এমনভাবে হঠাৎ করে সেনা অপসারণ করল যেন মনে হচ্ছে ভারতকে বিপদে ফেলার উদ্দেশ্যেই এইমতো করা হল। আসলে সেটা নয়। আমেরিকা চাইছে মুসলিম বিশ্বকে দুভাগ করে দিতে। চিনকে এই দুই শক্তির একদিকে ভিড়িয়ে দিয়ে চিনের তিক ও সামরিক শক্তির ক্ষমতা খর্ব করতে। প্রাথমিকভাবে আমেরিকার পরিকল্পনা কিন্ত সফল প্রমাণ হিসেবে দেখানো যায়, চিন তালিবানের প্রশংসা করছে অন্যদিকে অস্ত্র, অর্থ, রসদ তাজিকিস্তান। আর এর ফলে পরঞ্জশির এলাকায় তালিবান দাত ফোটাতে পারছে না। এরপর ইরান, তুরস্ক, সৌদি আরব, আমিরশাহী ও অন্যান্য মুসলিম দেশ ভাগ হয়ে দু'পক্ষের কোনো একটির পক্ষ গ্রহণ করার সম্ভাবনা প্রবল, যেটা আমেরিকার একান্ত প্রয়োজন। তুরস্ক অবশ্য ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, আমেরিকার সৈন্য সরলেই তারা কাবুল বিমানবন্দরের নিরাপত্তা দিতে প্রস্তৃত। আমেরিকা ভারতকে চাপে ফেলার জন্য এইমতো করেনি। এইমতো শক্তি দুভাগ সামরিক ক্ষমতার মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে। মুসলিম বিশ্বের শক্তিও দুভাগ হওয়ার ফলে ভারত তথা সারা পৃথিবী স্বস্তিতে থাকবে, তা সে যতই প্রাথমিকভাবে আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে হোক না কেন। না, সেনা সরিয়ে বাইডেন আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেনি, চাপ সৃষ্টি করছে অপশক্তির ওপর। মনে রাখা দরকার, আমেরিকা আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বললেও কখনওআর ফিরে আসবে না, একথা বলেনি। দেখা যাচ্ছে, এখনও তারা ড্রোন হামলা বজায় রেখেছে। আমেরিকা আইসিসি ও আল কায়েদাকে একপ্রকার শেষ করেছে, তালিবানকেওত্ত শেষ করেই ছাড়বে। ভারতসহ পৃথিনবীর বহু দেশ স্বর্ভিতে থাকবে। উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ দেখা যায় না, তবে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

# বড় পরাধীনভাবে বেঁচে আছি

**ভাস্কার লেট**

আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে দিল্লির 'বিজ্ঞান ভবন' -এ একটি মনোরম এবং ঐতিহাসিক সভার আয়োজন করা হয়েছিল---কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ টাকুরের জন্মসার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে। আমি বৈজ্ঞানিক, সেখানে আমার ডাক পড়েছিল কীভাবে বা কেন---ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন ওই সভায়, প্রায় প্রত্যেকেই সাহিত্যিক কবি, গায়ক যেমন দিহজেন মুখোপাধ্যায়। আমাদের সঙ্গে ছিলেন বাংলার আর এক দিকপাল কবি শঙ্খ ঘোষ। আমরা সবাই গিয়ে উঠলাম দিল্লির 'ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার-এ সুখেন্দুশেখর রায় ওই সেন্টারে আদর, আপ্যায়নের আন্তরিক ব্যবস্থা করেছিলেন। আমর কেমন যেন মনে হল, উনিই বোধহয় আমাকে আহ্বান জানানোর ভার নিয়েছিলেন। সুখেন্দুবাবু আমাকে অনুরোধ করলেন যে, বিজ্ঞান এবং কবি—এই বিষয়ে কিছু বলতে। আমি খুবই উত্তেজিত হয়েছিলাম এমন একটা সুন্দর ও নতুন, আবার পুরনোও বটে--- বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পেরে। সাহিত্যিক মহলে বিষয়টি নিয়ে সেভাবে আলোচনা হয় না বললেই চলে। বেশিরভাগ সাহিত্যিকের চোখে বিজ্ঞান অন্য জগতের, ওঁদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কে বিজ্ঞানের কচকচানি সাহিত্যের জগতে ঢুকিয়ে সাহিত্যের সর্বনাশ ডেকে আনতে চাইবেন? আমি আমার আধঘণ্টার ভাষণের বিষয়বস্তু ঠিক করলুম । সকালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং, সোনিয়া গান্ধী, কপিল সিবাল প্রমুখ ভাষণ দিলেন। সোনিয়ার ভাষণে ঐতিহাসিক তেজ ছিল, জওহরলাল নেহরুর শান্তিনিকেতন অভিজ্ঞতা বারবার টেনে এনেছিলেন তিনি। গান গাওয়া হল যদি তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে...। গাইলেন দ্বিজেনবাবু। একজন হিন্দিতে গাইলেন, এমনই তার গলার জোর ও উদ্যম যে কপিল সিবাল থেকে 'বিজ্ঞান ভবন'-এর সব অতিথিই তাঁর সঙ্গে তাল দিতে থাকলেন। সে এক বিচিত্র অনুভূতি। প্রেক্ষাগৃহে জুড়ে যেন ধ্বনিত হচ্ছে একলা চলো রে। মধ্যাহ্নের আহারের পর অন্য একটি হলে আমার ভাষণ, লোকসংখ্যা হয়তো একটু কম, কিন্তু উঁচুদের। যিনি মধ্যমণি, সেই শঙ্খবাবু শেষের দিকে বসে আছেন, শান্ত ধীর। ঠাকুর পরিবারেরই একজন সিঙ্গাপুরের বাসিন্দা, অধ্যাপক) শঙ্খবাবুর সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন। আমার বক্তৃতা কবির 'বিশ্বপরিচয়' নিয়ে শুরু করলাম। আমার মনে হয়, কবির 'বিশ্বপরিচয়' সাহিত্যিকরা ঠিক সাহিত্য হিসাবে মেনে নিতে পারেন না। আজীবনের বিজ্ঞঅন পরিচিতিকে নিংড়ে কবি লিখেছিলেন 'বিশ্বপরিচয়' । কিন্তু বেশিরভাগ সাহিত্যিকই বিজ্ঞানের কচকচি বলে 'বিশ্বপরিচয়কে অবজ্ঞা করে এসেছেন। কবির বাল্যকালের যে অভিজ্ঞতা সেটি অনবদ্যভাবে ফুটে উঠেছে 'বিশ্বপরিচয়-এ । মহর্ষির সঙ্গে কুমায়ুন পাঁত্যশ্রেণিতে বালক রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণে গিয়েছেন, দিনের শেষে ডাকবাংলায় দু'জনে পৌঁছেছেন, পিতৃদেব বারান্দায় চৌকি নিয়ে পুত্রকে বোঝাছেন তারাগুলোর গতিপথ, পৃথিবী থেকে দূরত্ব ইত্যাদি। সেই লেখাটি অপূর্ব। আমি একটা অংশ হুবহু তুলে ধরছি। দেখতে দেখতে গিরিশৃঙ্গের বেড়া দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন, তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম—জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক চরনা আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা -য় ১৮৭৯ সালে এই কাঁচা হাতের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এই শুরু হল কবিগুরুর বিজ্ঞানের রস আস্বাদন। তিনি অংসকোচে বলেছিলেন, শিল্প যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। ইদানীংকালের সমাজে এ যেন নেহাতেই প্রলাপ। কবির এই দুই কৃষ্টির ঘোষণার চেপে যাত্রা শুরু হল---মহাতপস্যায় ডুব দিলেন, সেই তপস্যার এক পূর্ণ বিকাশ ঘটল ১৯৩৭ সালে, বিশ্বপরিচয়-এর মাধ্যমে। জীবনের সায়াহ্নে। রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় বারবার বিজ্ঞানের উঁকিঝুঁকি দেখতে পাই। এই লুকোচুরি খেলা অনেকেই হয়তো লক্ষ করেন না, গানের তালে তাঁদের মন উত্তাল হয়ে ওঠে, খুব স্বাভাবিক। আকাশভরা সূর্যতারা গানটি সকলেরই সুপরিচিত। কিন্তু এই গানের ভুবন দোলে কথাটির উৎপত্তি কবির গভীর চেতনা থেকেই এই বিশ্ববক্ষাণ্ডের শুরুও নেইষ শেষও নেই। অনন্তকাল খরে এই ভুবন দুলছে। বিশ্বপরিচয় বইটির। উপসংহারেই এর উল্লেখ আছে। আমার পরম বন্ধু নোবেলজয়ী অধ্যাপক রজার পেনরোজ ওই একইরকম সিদ্ধান্তে এসেছেন, ব্ল্যাক হোল থার্মোডজায়ামিক্স কাজে লাগিয়ে এভং অনেক জটিল অঙ্ক কষে। অথবা, সীমার মাজে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর। অসীমের মাঝে সীমার নিপুন খেলা, আবার সীমার গভীরে অসীমের কী বিচিত্র রূপ। সাল ১৯৩৮ স্থান আমাদের আদি বসতবাড়ি কলকাতার পাইকপাড়া রাজবাড়ি। রাজবাড়ি ধারায় ভোজনের বাসন সবই রুপোর। কান্দি-র ধারায় পঞ্চাশ-ব্যঞ্জনের প্রত্যেকটি আলাদা রুপোর বাটিতে সাজানো। রুপোর বিরাট থালা, মধ্যিখানে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে গোবিন্দভোগ চালের ভাত। সাজানো ভাতের উপর একটি ছোট্ট তুলসাপাতা এবং শেষে বাড়িতে তৈরি সুগন্ধি গাওয়া ঘি। কবিকে বসতে দেওয়া হয়েছে টেবিলে, বয়সের চাপে তখন তিনি কিছুটা নুইয়ে পড়েছেন।

কিন্তু কবি বসে আছেন, দূরদৃষ্টিতে, গম্ভীর। কী ব্যাপার , কী হল? আমার জ্যাঠামশাই বিমলচন্দ্র তৎক্ষণা বুঝতে পেরেছিলেন যে কবি একটি চামচ কিংবা কাঁটার জন্য অপেক্ষা করেছেন। আঙুল আর হাত লাগিয়ে আওয়াজ করে খাওয়া ওঁর অভ্যাস নয়। হুলস্থূল ব্যাপার, বাড়িতে তো চামচ নেই, হাতা আছে। শুনেছি বিরাট বিউক গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়ির নায়ের শ্যামবাজার থেকে চারটি চামত জোগাড় করে নিয়ে এলেন তৈরি নেহাতই মামুলি টিনের। এ-ও শুনেছি, কবি একটি দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে ওই সৌম্যসুন্দর মূর্তিতে কোনও বিরক্তির চিহ্ন পর্যন্ত ফুটতে না দিয়ে, অতি আনন্দে মধ্যাহ্নভোজন গ্রহণ করেছিলেন। এই গ্রাম্য রাজদের যে আন্তরিকতা—সেটা ওঁকে কিছুটা অভিভূত করেছিল। যতদূর শোনা যায়, বিমচন্দ্র ওই কাঁটা বয়সে বাল্মীকি প্রতিভা সম্বন্ধে একটি বই লিখেছিলেন। কবি নাকি ওঁর মতো করে দু'চারটে ভাল কথাই বলেছিলেন। কবি যাওয়ার সময়, শোনা যায়, বিমলচন্দ্রে অনুরোধে দুই লাইনের কবিতা লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা কোনও দিন প্রকাশিত হয়নি। পাঠকদের জন্য সেটা উদ্ধৃত করলাম। তারিখ ২৩ মাচ, ১৯৩৮ স্থান পাইকপাড়া রাজবাড়ি। অসীম আকাশ ভরা আলোর মহিমা তৃণের শিশির মাঝে খোঁজে তার সীমা।(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতি তরফ থেকে প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী অনিল সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

## বৃষ্টি থামছেই না দিল্লিতে, নাগাড়ে বর্ষণ গুরুগ্রাম-ফরিদাবাদেও

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে বৃষ্টি থামছেই না, বরং আরও বাড়ছে। বুধবারের পর বৃস্পতিবারও প্রবল বর্ষণ হয়েছে রাজধানীতে। রাস্তায় জলে জমে যাওয়ায় কিছু কিছু রাস্তায় আংশিকভাবে যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে, কোথাও কোথাও ধীরে গতিতে চলাচল করেছে গাড়ি। যেমন দিল্লির রিং রোড এলাকা জলের তলায় চলে যায়, রাকাব গঞ্জের কাছের রাস্তাতেও জল জমে যায়।

দিল্লি-এনসিআর-এর পাশাপাশি একনাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে হরিয়ানাতেও। হরিয়ানার গুরুগ্রাম ও ফরিদাবাদে বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে রাস্তা, চারিদিকে তাঁকালে শুধু জল আর জল। ফরিদাবাদের সেক্টর ৩৫-এ রাস্তা পুরোপুরি জলের তলায়। উত্তর প্রদেশের নয়ডাতেও চলছে বর্ষণ, বৃস্পতিবার প্রবল বর্ষণ হয় নয়ডার সেক্টর-১০ এলাকায়।

## প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ চন্দন মিত্র, মোদী বললেন বুদ্ধির জন্য তিনি সর্বদা স্মরণীয় থাকবেন

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রয়াত হলেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক চন্দন মিত্র। বুধবার গভীর রাতে দিল্লিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। বৃহস্পতিবার সকালে এই দুঃসংবাদ জানিয়েছেন চন্দন মিত্রের ছেলে কুশন মিত্র। দীর্ঘ দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন রাজনীতিক ও পায়োনিয়ার পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক চন্দন মিত্র।

চন্দন মিত্রের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে শোকবার্তায় মোদী জানিয়েছেন, 'বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন চন্দন মিত্রজি। তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা। ওম শান্তি।' ১৯৫৫ সালের ১২ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের হাওড়াতে জন্ম চন্দন মিত্রর। ২০০৩ সালের আগস্ট থেকে ২০০৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন চন্দন মিত্র। এরপর ২০১০ সালে মধ্যপ্রদেশ থেকে বিজেপির সাংসদ হিসেবে রাজ্যসভার আবারও নির্বাচিত হন তিনি। ২০১৮ সালে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন চন্দন মিত্র। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

## চট্টগ্রাম পৌঁছল আইএনএস সাবিত্রী, বাংলাদেশকে অক্সিজেন প্লান্ট উপহার ভারতের

ঢাকা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বাংলাদেশকে ফের উপহার দিল ভারত। দু''টি মোবাইল অক্সিজেন প্লান্ট নিয়ে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছল আইএনএস সাবিত্রী। চট্টগ্রাম বন্দরে আইএনএস সাবিত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ। গত ৩০ আগস্ট ভারতের বিশাখাপত্তনম থেকে বাংলাদেশের চটগ্রাম অভিমুখে রওনা দেয় ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ আইএনএস সাবিত্রী। দীর্ঘ জলপথ অতিক্রম করে বৃস্পতিবার চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে আইএনএস সাবিত্রী। বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশন জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে আইএনএস সাবিত্রী, আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ। কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য দু''টি মোবাইল অক্সিজেন প্লান্ট নিয়ে এসেছে এই জাহাজ। দু''টি অক্সিজেন প্লান্টের একটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য, অপরটি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের জন্য।

## কাবুল বিমানবন্দর উন্মুক্ত করতে তালিবানের সঙ্গে কাজ করছে কাতার : বিদেশমন্ত্রী

দোহা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): যত দ্রুত সম্ভব কাবুল বিমানবন্দর উন্মুক্ত করার জন্য তালিবানের সঙ্গে কাজ করছে কাতার। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানালেন কাতারের বিদেশমন্ত্রী শেখ মহম্মদ বিন আব্দুলরহমান আল-থানি। একইসঙ্গে কট্টর ইসলামপন্থীদের কাছে তাঁর আহ্বান, যে সমস্ত আফগানরা দেশ ছাড়তে মরিয়া তাঁদের চলে যেতে অনুমতি দেওয়া হোক।

গত মঙ্গলবার আফগানিস্তান থেকে সেনা অভিযান সমাপ্ত করেছে আমেরিকা। তারপর থেকেই অন্যরকম দৃশ্য দেখা যাচ্ছে কাবুল বিমানবন্দরে। দোহায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে কাতারের বিদেশমন্ত্রী শেখ মহম্মদ বিন আব্দুলরহমান আল-থানি বলেছেন, 'আমরা কঠোর পরিশ্রম করছি, আশা করছি শীঘ্রই বিমানবন্দর পুনরায় খুলবে। আশা করছি, দু''-একদিনের মধ্যে আমরা সুখবর শুনতে পারব।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

## দেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ সম্পূর্ণ টিকা পেয়েছেন : রাজেশ ভূষণ

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার মোট ১৬ শতাংশ মানুষ এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ টিকা পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, দেশের মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ মানুষ টিকার অন্ততপক্ষে প্রথম ডোজ পেয়েছেন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ জানিয়েছেন, ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে বয়স এমন ১০০ শতাংশ মানুষ টিকার প্রথম ডোজ পেয়েছেন সিকিম, দাদর ও নগর হাভেলি ও হিমাচল প্রদেশে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

## অসুস্থ মুকুল রায়, শুভ্রাংশুকে ফোন করে খবর নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : অসুস্থ কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ক মুকুল রায়। ভর্তি হলেন এসএসকেএম-এ। দীর্ঘদিন ধরেই একাধিক শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। চিকিতসকদের পরামর্শে আজ বৃহস্পতিবার তাঁকে এসএসকেএম-র উডবার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। মুকুলের অসুস্থতার খবর পেয়েই তাঁর ছেলে শুভ্রাংশুকে ফোন করে খবর নেন মুখ্যমন্ত্রীও। বৃহস্পতিবার সকালে মুকুল রায়কে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানোর জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরই তাঁকে চিকিতসরা ভর্তির পরামর্শ দেন। সূত্রের খবর, উডবার্ন ওয়ার্ডের ১০৩ নম্বর বেডে ভর্তি করা হয়েছে মুকুলকে। চিকিতসকেরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন থেকে হাইসুগার রয়েছে মুকুলের। শরীরে সোডিয়াম-পটাশিয়ামের মাত্রাও প্রতিনিয়ত ওঠানামা করছে। ইদানিং স্নায়ুরোগের সমস্যাও দেখা দিয়েছে তাঁর। স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকেই মানসিক অবসাদেও ভুগছেন তিনি। ইতিমধ্যেই তাঁর চিকিতসায় সাত সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড গঠিত করা হয়েছে। তাঁরাই মুকুলের চিকিতসা করবেন বলে জানা গেছে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

## মধ্যপ্রদেশে ভ্যান উল্টে মৃত্যু ৩ জনের, গুরুতর আহত ৯ জন

ধার (মধ্যপ্রদেশ), ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় ভ্যান উল্টে মৃত্যু হল ১২ বছরের কিশোর-সহ ৩ জন। এছাড়াও আরও ৯ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোররাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ধার জেলার বাদনাওয়ার ও বোরালি গ্রামের মাঝে। হতাহতদের বাড়ি রাজস্থানের চিত্তোরগড় জেলার নিমবাহেরা এলাকায়। এদিন ভোররাতে ওমকারেশ্বর মন্দিরে যাচ্ছিলেন তাঁরা।

বাদনাওয়ার থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর সি বি সিং জানিয়েছেন, ভোররাত তখন ৩.১৫ মিনিট হবে, বাদনাওয়ার ও বোরালি গ্রামের মাঝে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় একটি ভ্যান। ভ্যানের চালক সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আচমকাই ব্রেক কষতেই উল্টে যায়। মৃতদের নাম-কিশোর লাল (৪৫), কমল ধাকাত (১২) ও রামকন্যা ধাকাত (৪০)। আহত অবস্থায় ৯ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

## কেরলের কোল্লামে উল্টে গেল নৌকা, মৃত্যু ৪ জন মৎস্যজীবীর

কোল্লাম, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কেরলের কোল্লাম জেলায় সাগরে নৌকা উল্টে প্রাণ হারালেন ৪ জন মৎস্যজীবী। এছাড়াও কয়েকজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে আজহিসকাল সৈকত থেকে প্রায় এক নটিক্যাল মাইল দূরে। এদিন সকালে মাছ ধরতে সমুদ্রে গিয়েছিলেন ১৬ জন মৎস্যজীবী। আচমকাই নৌকা উল্টে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, নৌকা ডুবে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। বাকি ১২ জন সামান্য আহত হয়েছে। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৎস্যজীবীরা জানিয়েছেন, প্রথমে সমুদ্র শান্তই ছিল। কিন্তু, আচমকাই জলের স্রোত শুরু হয়, তাই নৌকা উল্টে যায়।

## ৯০ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার সহ ধৃত মণিপুর পুলিশের হেড কনস্টেবল সমেত দুই

ইমফল (অসম), ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মণিপুরে ৯০ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার সহ রাজ্য পুলিশের এক হেড কনস্টেবল সহ দুজনকে গ্রেফতার করেছে নারকোটিকস সেল। তারা ৪২ বছর বয়সি হেড কনস্টেবল মুজিবুর রহমান এবং তার সাঁকরেদ মহম্মদ ফিরোজ। সেই সঙ্গে নেশাদ্রব্য ব্রাউন সুগার তৈরির কারখানাও উৎখাত করেছেন ইমফল পূর্ব পুলিশের নারকোটিকস সেলের আধিকারিকরা।

আজ বৃহস্পতিবার এই খবর দিয়ে রাজ্য পুলিশের সদর দফতরের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক জানান, তাঁদের কাছে খবর ছিল হেড কনস্টেবল মুজিবুর রহমান মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তাকে পাকড়াও করার মতো কোনও তথ্য-প্রমাণ ছিল না। ইত্যবসরে গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে গতকাল বুধবার সন্ধ্যার দিকে পূর্ব ইমফলের ইয়ারিপক তুলিহাল, আওয়াং লেইকাই এলাকায় মাদক ব্রাউন সুগার তৈরির কারখানায় পুলিশে বিশাল দল নিয়ে হানা দেন নারকোটিকস সেলের আধিকারিকরা। কারখানা থেকে কমপক্ষে ৯০ লক্ষ টাকার ৪০ কিলোগ্রাম ব্রাউন সুগার, ব্রাউন সুগার তৈরির কাঁচামাল, রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার, বড় দুটি হাঁড়ি, সোসপ্যান, কয়েকটি ২০ লিটার ধারণযোগ্য গ্যালন ইত্যাদি বহু সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

## সংক্রমণের হার বেড়ে ৬.৬৫ শতাংশ, পাকিস্তানে করোনায় মোট মৃত্যু ২৫,৯৭৮

ইসলামাবাদ, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পাকিস্তানে কখনও কমছে, কখনও আবার বাড়ছে করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,১০৩ জন। বুধবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৮৯ জনের। ৮৯ জনের মৃত্যুর পর পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ২৫,৯৭৮ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তেব সংখ্যা ১,১৬৭,৭৯১ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১,০৪৮,৮৭২ জন। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,১০৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৮৯ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,১৬৭,৭৯১। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৯২,৯৪১। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট কমে ৬.৬৫ শতাংশে পৌঁছেছে।

## মাত্র ৪০ বছরে জীবনাবসান, হৃদরোগে প্রয়াত জনপ্রিয় অভিনেতা সিদ্ধার্থ শুক্লা

মুম্বই, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অকালেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেতা সিদ্ধার্থ শুক্লা। বৃহস্পতিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। বিগ বস ১৩-এর প্রাক্তন প্রতিযোগী ছিলেন তিনি। সেই সিজেনের জয়ী ছিলেন। হিন্দি টেলি ধারাবাহিকের বেশ জনপ্রিয় মুখ সিদ্ধার্থ। বৃহস্পতিবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হন সিদ্ধার্থ। মুম্বইয়ের কুপার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মা ও দুই বোনকে রেখে না-ফেরার জগতে চলে গেলেন সিদ্ধার্থ শুক্লা।

২০০৮ সালে 'বাবুল কা আঙ্গান ছুটে না' ধারাবাহিক দিয়ে অভিনয় জগতে পথচলা শুরু করেছিলেন সিদ্ধার্থ। ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতেন তিনি। ২০১৪ সালে বলিউডে ডেবিউ করেন অভিনেতা। 'হামটি শর্মা কি দুলহানিয়া' ছবিতে এক পার্শ চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। একাধিক রিয়টালিটি শো-তে দেখা গিয়েছে সিদ্ধার্থকে। বিগ বস ১৩-এ জয়ী হয়েছিলেন সিদ্ধার্থ। 'বালিকা বধূ' ধারাবাহিকের মাধ্যমে পরিচিতি পান সিদ্ধার্থ। সেই ধারাবাহিকের নায়িকা আনন্দীর দ্বিতীয় স্বামী শিবের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সিদ্ধার্থ। এর পরে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি সিদ্ধার্থকে।

**সিদ্ধার্থ এখন শুধুই স্মৃতিতে, আচমকা চলে যাওয়ায় স্তব্ধ অনেকেই**

মুম্বই, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সিদ্ধার্থ শুক্লা এখন শুধুই স্মৃতি। অকালেই প্রয়াত হয়েছেন তরতাজা এই অভিনেতা। বৃহস্পতিবার মাত্র ৪০ বছরে বয়সে চিরকালের জন্য বিদায় নিয়েছেন সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থের আচমকা চলে যাওয়ায় স্তব্ধ অনেকেই। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে সিদ্ধার্থের। তবে সিদ্ধার্থের মৃত্যু স্বাভাবিক না-কি অস্বাভাবিক, তা তদন্ত করে দেখছে মুম্বই পুলিশ। মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, অভিনেতা সিদ্ধার্থের শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন ছিল না। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের জন্য সিদ্ধার্থের বাড়িতেও যায় মুম্বই পুলিশের একটি টিম।

বৃহস্পতিবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হন সিদ্ধার্থ। মুম্বইয়ের কুপার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাড়িতে তখন সিদ্ধার্থের মা ও দুই বোন ছিলেন। কুপার হাসপাতাল জানিয়েছেন, ১০.৩০ মিনিট নাগাদ অভিনেতাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। শরীর চর্চার নেশা ছিল সিদ্ধার্থের, অনেকেই মনে করছেন, অতিরিক্ত ঘাম ঝরাতে গিয়েই কি হৃদ্‌রোগের শিকার সিদ্ধার্থ!

শরীরের 'ফিটনেস'-এর প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন প্রয়াত অভিনেতা সিদ্ধার্থ। অত্যধিক শরীরচর্চা করতেন তিনি। শরীরচর্চার একাধিক ভিডিও ও ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করতেন সিদ্ধার্থ। তরুণ প্রজন্মের কাছে তিনি উদাহরণ ছিলেন। মুম্বই পুলিশ ইতিমধ্যে সিদ্ধার্থের বন্ধুবান্ধব, পরিবার, সহকর্মী, প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলা শুরু করে দিয়েছে। চলছে তদন্ত। তাঁর আবাসনের সামনে এই মুহূর্তে ভিড় জমে রয়েছে।

## দেশমুখের আইনজীবী গ্রেফতার, বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তদন্ত প্রভাবিত করার অভিযোগে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখের আইনজীবী আনন্দ দাগাকে গ্রেফতার করল সিবিআই। পাশাপাশি দেশমুখের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে নেমে নিজেদের আধিকারিককেই গ্রেফতার করল সিবিআই। গোপন নথি ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগে ওই অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত সিবিআই অফিসারের নাম-অভিষেক তিওয়ারি। দেশমুখের আইনজীবীর কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ওই সিবিআই অফিসারের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সিবিআই জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখের আইনজীবীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ট্রানজিট রিমান্ডে মুম্বই থেকে তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে আসা হয়েছে। সিবিআই-এর সাব-ইন্সপেক্টর-সহ মোট দু''জনকে এই মামলায় এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে, অর্থ তছরুপ মামলায় মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখকে সমন পাঠিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কিন্তু, বৃহস্পতিবার অনিল দেশমুখ বম্বে হাইকোর্টে একটি পিটিশন দায়ের করেছেন, যা চলমান অর্থ তছরুপ মামলার তদন্তে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কর্তৃক প্রদত্ত সমন বাতিল করার জন্য। উল্লেখ্য, হাজিরার জন্য ইডির তরফে একাধিকবার সমন জারি করা হলেও এখনও অবধি হাজিরা দেননি মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ।

## গুয়াহাটিতে ট্রাকের ফুয়েল ট্যাংক থেকে উদ্ধার ১৭.০৫ কোটি টাকার হেরোইন

গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মাদক-বিরোধী অভিযানে গুয়াহাটি মহানগর পুলিশ আবারও বিশাল সাফল্য লাভ করেছে। বিশেষ অভিযান চালিয়ে আজ বৃহস্পতিবার সকালে প্রায় ১৭.০৫ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য হেরোইন উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গুয়াহাটি মেট্রো পুলিশের ইস্ট ডেপুটি কমিশনার শুভ্রজ্যোতি বরা জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ ভোর থেকে জোড়াবাট ফাঁড়ির ইনচার্জকে নিয়ে জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়েছিলেন। ওই সড়কে অভিযানের সময় জোড়াবাট এলাকায় একটি ট্রাকের গতিরোধ করে তাতে তালাশি চালান তাঁরা। তালাশি চালিয়ে এএস ০১ ডিডি ৯১৯২ নম্বর ট্রাকের মধ্যভাগে ফুয়েল ট্যাংক থেকে এক এক করে বেশ কয়েকটি নেশাদ্রব্য ভরতি ২০৫টি সাবান কেস উদ্ধার করেন তাঁরা। তিনি জানান, বাজেয়াপ্তকৃত হেরোইনগুলির আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য কমপক্ষে ১৭.০৫ কোটি টাকা হবে।

ইতিমধ্যে ট্রাকের চালক দীপক সরকার এবং খালাসিকে আটক করে জেরা শুরু করেছে পুলিশ। ধৃত ট্রাক চালক দীপক নাকি বলেছে, হেরোইনের প্যাকেটগুলি ডিমাপুর থেকে নিয়ে আসছিল সে। তবে মাদকদ্রব্যগুলির আসল মালিক কে, তা সে জানে না। নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকার বিনিময়ে সামগ্রীগুলি গুয়াহাটির কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করার দায়িত্ব ছিল তার।

## কয়লা পাচার-কাণ্ডে এবার রাজ্যের আইন মন্ত্রী মলয় ঘটককেও তলব ইডি-র

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : কয়লা পাচার-কাণ্ডে এ বার রাজ্যের আইনমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা মলয় ঘটককে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এর আগে গত ২৮ আগস্ট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রী রুজিরা এবং রাজ্যের তিন পুলিশকর্তাকে কয়লা পাচার-কাণ্ডে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতরের মধ্যে রাজ্যের আরও এক মন্ত্রীকে ইডি-র তলব ঘিরে বিতর্ক জোরালো হল। সূত্রের খবর, নোটিস পাঠিয়ে ইডি-র তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে সংস্থার দফতরে হাজিরা দিতে হবে মলয়কে। কয়লা পাচার-কাণ্ডে টাকাপয়সার লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি।

গত শনিবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে অভিষেক ও রুজিরাকে নোটিস পাঠিয়েছিল ইডি। রুজিরাকে ডাকা হয়েছিল বুধবার, কিন্তু ওই দিনই রুজিরা পাল্টা চিঠি পাঠিয়ে ইডি-কে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর পক্ষে এত কম সময়ের মধ্যে দিল্লি যাওয়া সম্ভব নয়। অন্য দিকে বুধবারই দিল্লি উড়ে গিয়েছেন অভিষেক। আর তার পরই জানা গেল, এ বার মলয় ঘটককেও তলব করেছে তদন্তকারী সংস্থা।

## গ্রেফতার গুয়াহাটির উজানবাজারে কিশোরী হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত মৃতার মাসতুতো ভাই আশিক

গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিজের মাসতুতো ভাইয়ের হাতেই গতকাল নৃশংস ভাবে খুন হয়েছিল বছর ১৪-এর কিশোরী ডিম্পল কুমাপতি। আজ বৃহস্পতিবার পুলিশি জেরায় স্বীকার করেছে ডিম্পলের বড় মাসির ছেলে আশিকেশ গুপ্তা ওরফে আশিক, জানিয়েছেন ডিসিপি সেন্ট্রাল।

গুয়াহাটির লতাশিল থানার অন্তর্গত উজানবাজার এলাকায় গতকাল বুধবার নিজের ভাড়া বাড়ির শয়নকক্ষে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছিল বছর ১৪-এর কিশোরী ডিম্পল কুমাপতি। সে গুয়াহাটি ক্লাব রোডে অবস্থিত স্কুল অ্যাঞ্জেলস অব গডসএর অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। আততায়ীর সন্ধানে পুলিশ তদন্ত শুরু করতে গিয়ে প্রথমেই ডিম্পলের মাসতুতো ভাই আশিক, ডিম্পলদের পাশের ঘরের ভাড়াটে জিতু শর্মা এবং বারোয়াড়ি এলাকার চিণ্টু বরা ওরফে করণ নামের এক যুবককে (আশিকের বন্ধু) আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালায়।

তিনি জানান, জিজ্ঞাসাবাদে আশিক স্বীকার করেছে, সে-ই তার ছোট মাসির মেয়ে ডিম্পলকে মেরেছে। ডিম্পল তখন অনলাইনে স্কুলের ক্লাস করছিল। সে সময় কোনও বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। এর পর দুজনের মধ্যে হাতাহাতিও হয়। এরই মধ্যে মেজাজ হারিয়ে বোনকে প্রেশারকুকার ও শিলনোড়ার নোড়ার আঘাত এবং শেষ ছুরি বসিয়ে দেয়। এতে তার প্রাণবায়ু চলে গেলে সুন্দর করে শয়নকক্ষের বিছানায় শুইয়ে রেখে ডিম্পলের মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট নিয়ে নীরবে কেটে পড়ে খুনি আশিক। গোটা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সকাল ১১:৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সংগঠিত হয়েছিল।

ডিসিপি সেন্ট্রাল জানান, ডিম্পলের মাথা, পিঠ এবং গলায় আঘাত করা হয়েছিল। ছোট বোনকে মেরে লাগোয়া একটি ফার্মাসিতে গিয়ে তার হাতের আঙুলে ব্যান্ডেজও করিয়েছিল খুনি। অফিসার জানান, গত প্রায় মাসখানেক আগে রাজস্থান থেকে ছোট মাসির বাসায় এসেছিল আশিক। বাবা ও মা ব্যবসার খাতিরে মেয়েকে একা রেখে প্রতিদিন ঘর থেকে বেরিয়ে যান। তাই তার মেয়ের সুরক্ষার জন্য বেকার আশিককে রাজস্থান থেকে নিয়ে এসেছিলেন মাসি। ডিসিপি বলেন, ডিম্পলের মা ও বাবা বুঝতে পারেননি দুধ—কলা খাইয়ে ঘরে তাঁরা বিষাক্ত সাপ লালন করছিলেন।

তিনি জানান, গত প্রায় ১০ বছর থেকে বাবা ও মায়ের সঙ্গে উজানবাজারের এই ভাড়া বাড়িতে থাকত ডিম্পল। অন্যদিনের মতো গতকাল সকাল প্রায় দশটা নাগাদ মা ও বাবা তাঁদের মালিকানাধীন রেস্টুরেন্টের উদ্দেশ্যে চলে গেলে ভাই ও বোন, উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে।

এদিকে বহু সন্ধানেও ডিম্পলের মোবাইল ফোনের হদিশ পাচ্ছিল না পুলিশ। অবশেষে বোনের খুনি আশিক এবং বারোয়াড়ি এলাকার বাসিন্দা তার বন্ধু চিণ্টুর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে চিণ্টুর ঘর থেকে ডিম্পলের মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আশিকেশ গুপ্তা ওরফে আশিকের বিরুদ্ধে লতাশিল থানায় ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় ৩০৩/২১ নম্বরে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বাকি দুজনকে এখনও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আটকে রাখা হয়েছে। তিনি জানান, গোটা হত্যাকাণ্ডের তদন্তে তিনি (ডিসিপি সেন্ট্রাল) ছাড়াও এসিপি উইমেনস সেল এবং সেন্ট্রাল গুয়াহাটি পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট টিমকে নিয়োগ করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## ঘরের দেয়ালে 'ড্যাম্প' রোধ করতে

যদি ঘরের দেয়ালে এরই মধ্যে ভেজাভাব খেয়াল করেন তবে হয়ত দেরি করে ফেলেছেন।

ঘরের ছাদ কিংবা চারপাশের দেয়ালে কোনো ভেজা অংশ যদি চোখে পড়ে তবে বুঝতে বাড়ির পানির লাইন কিংবা পয়নিষ্কাশন লাইনে কোনো সমস্যা হয়েছে। আর সেটার প্রভাব ঘরের কোনো দেয়ালে দেখা দেওয়া মানে ইতোমধ্যেই আপনি পদক্ষেপ নিতে দেরি করে ফেলেছেন, সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে ফেলেছে।

তবে আশা ফুরিয়ে যায়নি। সমস্যার কারণ খুঁজে বের করে তার সমাধান করতে পারলে ভবিষ্যত ক্ষতি থামানো যাবে।

'লিভস্পেস' নামক গৃহসজ্জা-বিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।

ভেজা ছোপের অবস্থান

ভেজা ছোপ যদি হয় ছাদ, দেয়াল কিংবা কোনো কোনায় তবে তার সম্ভাব্য কারণ বাড়ির পানির লাইনে কোনো সমস্যা হওয়ায় তা আটকে গেছে এবং ওই অংশে পানি ঝরছে। সেই পানিই দেয়ালের একপাশে অনবরত শোষিত হওয়া কারণে দেয়ালের অপরপাশেও ভেজা ছোপ তৈরি হচ্ছে।

যদি মেঝেতে এই ভেজা ছোপ দেখা দেয় তবে হয়ত মেঝের নিচের মাটি থেকে আর্দতা পাওয়ার কারণে তা হচ্ছে। আবার মেঝের নিচে কোনো পানির লাইনে সমস্যা হলেও এমনটা হতে পারে। আবার ঘর যদি স্যাঁতসেঁতে হয় কিংবা তা কোন স্থান থেকে শুরু হয়েছে তা বোঝা না যায় তবে বুঝতে হবে ঘরের ভেতরেই অতিরিক্ত আর্দতা সৃষ্টি হয়েছে।

ঘরের পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচলের সুযোগ না থাকলে এমনটা হয় বিশেষত, বর্ষাকালে। 'সিল্যান্ট', 'পাটি' কিংবা 'গ্রাউট' দিয়ে দেয়াল কিংবা পানির লাইনের ফাটল আটকে দিতে পারবেন।

ঘরের বাইরের দিকের দেয়ালে পানিরোধক রং বা 'ওয়াটার প্রুফিং কোটিং' ব্যবহার করতে হবে, যাতে বৃষ্টি কিংবা আর্দ পরিবেশ ঘরের ভেতরকে স্যাঁতসেঁতে করতে না পারে।

মাটি থেকে বাড়ির মেঝেতে যাতে আর্দতা পৌঁছাতে না পারে সেজন্য মেঝে তৈরির সময় 'ড্যাম্প প্রুফ কোর্স' ব্যবহার করতে হবে।

মাটি আর মেঝের গাঁথনির মাঝে এই আস্তর থাকে, যা মাটির আর্দতা মেঝেতে পৌঁছাতে দেয় না।

আবার ঘরের ভেতরের অংশের দেয়ালে ব্যবহার করতে পারেন সিলিকনভিত্তিক রং, যার আছে পানিরোধক গুন।

ছত্রাক সংক্রমণ দমানোর উপায়

বর্ষাকালের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া কারণে প্রায়ই ঘরের দেয়ালে কালচে রংয়ের ছত্রাকের ছোপ তৈরি হতে দেখা যায়। তবে সকল ছত্রাকের আক্রমণের তৈরি হওয়া এই ছোপ কালো হয় না। দেয়াল ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে ছত্রাক সংক্রমণ হয় যা মানুষ খালি চোখে দেখতেই পায় না। আর্দ ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে এই ছোপ দেখা যায় যা ক্ষেত্রবিশেষে হতে পারে বিষাক্ত।

অনেকসময় দেয়ালে তৈরি হয় ঠিকই কিন্তু কালচে ও ছোপ আকারে দেখা না দেওয়ায় চোখে পড়ে না। লক্ষণ অবহেলা করলে ছত্রাকের এই সংক্রমণ প্রচণ্ড বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে। প্রথমেই যে লক্ষণটির প্রতি নজর রাখতে হবে তা হল দেয়ালের কোনো অংশের রংয়ে বুদবুদ দেখা দিচ্ছে কি-না।

দেয়ালের রংয়ের ভেতর আর্দতা জমে এই বুদবুদ তৈরি হয়। এমনকি সেই বুদবুদের ভেতরে ছত্রাকের ছোপও থাকতে পারে।

ঘরের কোথাও ছত্রাকের আক্রমণ হলে ঘরের বাসিন্দাদের চোখে পানি আসা, চুলকানি, কাশি, সর্দি

সংক্রমণ দূর করার উপায়

ব্লিচ এই ছত্রাক সংক্রমণ দূর করতে কার্যকর।

দেয়াল, মেঝে, শৌচাগার, ঘরের বিভিন্ন স্থানের পাপোশ ইত্যাদি ব্লিচ দিয়ে পরিষ্কার করে ছত্রাক ছোপ দূর করতে পারবেন।

'বোরাক্স' কিংবা ভিনিগার দিয়ে ছত্রাক সংক্রমিত অংশ ঘষে পরিষ্কার করলেও কাজ হবে।

শৌচাগারে ছত্রাক সংক্রমণ থেকে বাঁচতে সেখানে 'এগজস্ট ফ্যান' ব্যবহার করতে হবে। রান্নাঘর ও শৌচাগারে কোথাও পানি 'লিক' হলে তা দ্রুত মেরামত করতে হবে।

আলো-বাতাস চলাচল

স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ দূর করার জন্য ঘরের ভেতরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা অত্যন্ত জরুরি।

'ক্রস ভেন্টিলেইশন' ঘরের আর্দতা কমাতে সবচাইতে উপকারী। আর শুধু বর্ষাকালে নয়, আলো-বাতাসের প্রবাহ প্রয়োজন পুরো বছর, সব ঋতুতে। তাই ঘরের দরজা জানালা যথাসম্ভব খোলা রাখতে হবে।

## পোকা রোধে করণীয়

কাজে বাইরে যেতে হলে ঝুম বৃষ্টি বিরক্তিকর। তবে ঘরে থাকার দিনে বৃষ্টির রিমঝিম ছন্দ বেশ উপভোগ্য। তবে বর্ষাকালেরও আছে নিজস্ব অস্বস্তিকর দিক। যার একটি হল বিভিন্ন পোকামাকড়ের উপদ্রব। আর্দতা ও উষ্ণতার মিশ্রণে এই ঋতু পোকামাকড়ের প্রিয় পরিবেশ। এই সময়ে ঘরে মশা ছাড়াও আরও অনেক পোকামাকড়ের উপস্থিতি চোখে পড়বে। এখন এদের মধ্যে সিংহভাগই মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয়। তবে ঘরের আসবাব ও দেয়ালের জন্য ক্ষতিকর। আর রোগের জীবাণুবাহী পোকামাকড় তো আছেই।

'লাইভস্পেস' ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো এসব উপদ্রব থেকে বাঁচার উপায়।

মশা: জমে থাকা পানি মশার কারখানা। তাই বর্ষাকালে স্বাভাবিকভাবেই মশার উপদ্রব বাড়ে। তাই বাড়ির আশপাশে দীর্ঘদিন ধরে পানি জমে থাকতে পারে এমন যেকোনো স্থান পরিষ্কার করা আবশ্যক। মশারি, কয়েল, ধুপ, অ্যারোসল, লিকুইড কয়েল, ওডোমস, মসকুইটো রিপেল্যান্ট যন্ত্র ইত্যাদি নানান উপায় মানুষ ব্যবহার করে সাধ্য অনুযায়ী। তবে এগুলো ছাড়াও আরেকটি কার্যকর উপায় হল বারান্দা ও জানালায় 'মসকুইটো নেট' লাগানো। পর্দার দোকান থেকে বাড়ির জানালার মাপে মশারি কাপড় দিয়ে 'নেট' বানিয়ে নেওয়া যায় আজকাল। এতে ঘরে মশা ঢোকাই বন্ধ হবে।

উইপোকা ও ঘুনপোকা ঘরের কাঠের আসবাবের যম এই পোকাগুলো। আর তা একবার ঘরে প্রবেশ করলে তাড়ানো কঠিন। তাই পোকা যাতে কাঠের আসবাব পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য কাঠের আসবাবগুলো 'অ্যান্টি-টারমাইট সল্যুশন' দিয়ে বার্নিশ করে নিতে পারেন। এছাড়াও 'বোরিক অ্যাসিড', 'টারমিসাইড' ইত্যাদি রাসায়নিক উপাদান দিয়েও এসব পোকার উপদ্রব ঠেকানো যায়।

কেঁচো ও বিছা রাতে শৌচাগারে গিয়ে যে লম্বা জীবটি কিলবিলিয়ে চলতে দেখে আঁতকে ওঠেন সেটাই কেঁচো বা 'আর্থওয়ার্ম'। আর লম্বা আবার গায়ে কাটাকাটা- সেটা হল বিছা। বৃষ্টির দিনগুলোতেই মূলত মাটির নিচে থাকা এই পোকাগুলো উঠে আসে। এই পোকা কোনো ক্ষতি করে না ঠিকই। তবে ওই যে আঁতকে ওঠা থেকে বাঁচতেই এগুলোকে দমন করতে হবে। শৌচাগার যথাসম্ভব শুকনা রাখতে হবে। আর সেখানকার পানি যাওয়া রাস্তায় ঢাকনা দিতে হবে। রাতের বেলা ড্রেনের মুখে লবণ দিয়ে রাখলেও অনেকটাই রেহাই পাওয়া যাবে।

## খাবার খাওয়ার পন্থায় কোমরের মাপ বৃদ্ধি

প্লেট ভর্তি করে খাবার নিয়েছেন, তারপর মুখ ভরে খাবার নিলেন আর খরগোশের মতো দ্রুত গতিতে গিলে ফেললেন; যেন খাবার খাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন!

এভাবে খাবার খেলে, যতই 'ডায়েট' কিংবা শরীরচর্চা করা হোক, তারপরও কোমরের মাপে পরিবর্তন হবে না। এমনকি বেড়েও যেতে পারে।

আর এরকম তথ্যই পাওয়া গিয়েছে 'দি পেন্সিলভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি' করা এক গবেষণায়। গবেষকরা ৪৪ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রতি সপ্তাহে একবার 'ম্যাকরনি অ্যান্ড চিজ' খেতে দেয়। এভাবে চার সপ্তাহ পর্যবেক্ষণ চালানো হয়। প্রতিবার তাদের খাওয়ার গতি, সময় ও মুখের খাবার তোলার পরিমাণের দিকে লক্ষ রাখা হয়।

প্রতি সপ্তাহে খাবারের পরিমাপও ছিল ভিন্ন।

খাবারের পরিমাণ ৭৩ শতাংশ বৃদ্ধি করায় দেখা গেছে গড়ে তারা ৪৩ শতাংশ বেশি খেয়েছেন। পরিমাণ যাই হোক, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা বেশি খাবার মুখে তুলেছেন আর দ্রুত খেয়েছেন তাদের মধ্যেই বেশি খাবার খাওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে।

'নিউট্রিশন ২০২১ লাইভ অনলাইন কনফারেন্স'য়ে এই গবেষণা উপস্থাপন করে বলা হয়, "এটা হচ্ছে 'রিডিউস ওরো-সেন্সরি এক্সপোজার' বা 'ওএসই'র ফলাফল। মানে হল যখন খাবার খাওয়া হয় তখন কেমন বোধ হয়। যদিও এরসঙ্গে ক্যালির মাপ ও পরিমাণের তুলনা করা হয় না। তবে কীভাবে খাচ্ছেন সেটার বিশাল প্রভাব পড়ে ওসিই'র ওপর। ওসিই'র ওপর করা অন্যান্য গবেষণার ফলাফল থেকে 'ইট দিস, নট দ্যাট ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, বেশি পরিমাণে খাবার মুখে তোলা ও কম চিবিয়ে গিলে ফেলার তুলনায় যদি ধীর গতিতে মন ভরে খাওয়া হয় তবে এক ধরনের উদ্দিপনার সৃষ্টি হয়। যা দ্রুত পেট ভরা অনুভূতি দেয়।

বেশি পরিমাণে খাবার মুখে তুলে দ্রুত গতিতে খাওয়া ওজন কমানোর অন্তরায়।

এই গবেষণার ওপর ভিত্তি করে যুক্তরাষ্ট্রের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ভেনেসা রিসেত্তো বলেন, "সচেতনতা বৃদ্ধি মাধ্যমে এই বাজে অভ্যাস পরিবর্তন করা যেতে পারে।"

তিনি আরও বলেন, "যাদের দ্রুত খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে তাদের কাছে অল্প খেয়ে মন ভরানোর বিষয়টা অদ্ভূত লাগতে পারে। তাবে এর জন্য সময় দিতে হবে।"

প্রতি কামড়ে খাবারের স্বাদ উপভোগ করার পন্থা সম্পর্কে পরামর্শ দিতে গিয়ে এই পুষ্টিবিদ আরও বলেন, "ধরা যাক বিস্কুটের কথা। বেশিরভাগই একটা বিস্কুট একেবারে মুখে পুরে দেন অথবা দুই কামড়ে মুখে পুরে শেষ হওয়ার আগেই আরেকটা বিস্কুট মুখে নেন। এরকম না করে বরং বিস্কুটার গন্ধ নিন। তারপর ছোট কামড়ে এক টুকরা বিস্কুট মুখে নিয়ে ধীরে চিবিয়ে খেয়ে নিন। তারপর আরেকটা কামড় দিন।"

যে কোনো অভ্যাস গড়তে সময় লাগে। তাই বলে এক ঘণ্টা ধরে খেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ধীরে খাওয়ার অভ্যাস গড়তে প্রথমে পরিমিত পরিমাণে খাবার মুখে তোলার অভ্যাস করুন। তারপর খাবারের স্বাদ উপভোগ করে ধীরে ধীরে চিবিয়ে খেয়ে নিন।

## বেছে নিন বর্ষা উপযোগী পোশাক

একদম ফিনফিনে পাতলা নয় আবার ভারি কাপড়ও নয়, এমন পোশাক বেছে নিতেই পরামর্শ দেন পোশাকবোদ্ধারা। ভারতের 'ই-কমার্স' ব্রান্ড 'ফ্যাবঅ্যালি'য়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তানভি মালিক, 'লাইমরোড'য়ে 'ইন-হাউস স্টাইলিস্ট' নাতাশা টেট আর 'শপক্লুজ'য়ের পরিচালক ও ব্যবসায়িক প্রধান রিতিকা তানেজা জানিয়েছেন বর্ষার জন্য আদর্শ পোশাক বেছে নেওয়ার উপায় সম্পর্কে।

যা প্রতিবেদন আকারে তুলে ধরে 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'। সেই প্রতিবেদনের আদলে জানানো হলো বিস্তারিত।

সুতি: বর্ষায় পরিবেশে আর্দতা থাকে বেশি। আর এসময় সুতি কাপড় চমৎকার। কারণ এর ভেতর দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে। ফলে কাপড় শুকায় তাড়াতাড়ি। আর ভেতরে শীতল পরিবেশ বজায় থাকে।

রেয়ন: পরার পর সিল্কের মতো অনুভূতি হয়। তবে রেয়ন কাপড় আদতে সুতি আর লিনেন'য়ের মিশ্রণ। ফলে এর ভেতর দিয়েও বাতাস চলাচল করতে সহজে এবং শরীর শীতল থাকে।

পাশাপাশি এই কাপড় শরীরের তাপমাত্রাকে আটকে রাখে না এবং ঘাম ও আর্দতা শুষে নেয় সহজেই।

শামব্রে: বাতাস চলাচলের গুন এই কাপড়ের অনন্য। হালকা গড়নের এই কাপড় গরমেও বেশ আরাম। আর এই কাপড়ে শরীরে আটকে যায় না।

ডেনিম: সব ঋতুতেই ডেনিম কাপড় মানানসই। হাফ কিংবা ফুল দুই ধরনের ডেনিম প্যান্ট বর্ষার জন্য আদর্শ। হালকা রংয়ের 'ফেডেড ডেনিম' বেছে নিন, সঙ্গে গায়ে চড়াতে পারেন রঙিন ছাপের টিশার্ট। পায়ে থাকবে রবার কিংবা প্লাস্টিকের 'ফ্লিপ-ফ্লপস'; বাংলায় যাকে বলে চটি-স্যান্ডেল। 'ফ্যাশনেবল' যেমন হবে তেমনি আবহাওয়ার সঙ্গেও হবে মানানসই। কাঁধের ব্যাগটা যদি উজ্জ্বল কোনো রংয়ের হয় তবে আরও চমৎকার হবে।

পলিস্টার:এই কাপড়ের 'ক্রপ টপ' বৃষ্টির দিনের জন্য দারুণ। তবে পরনে আঁটসাঁট জিন্স না পরে সুতি কাপড়ের ঢিলেঢালা প্যান্ট পরলে বেশি মানাবে। পায়ে গলিয়ে নিন রাবার কিংবা প্লাস্টিকের স্যান্ডেল, ব্যস আপনি তৈরি।

ক্রেপ: বেড়াতে যাওয়ার জন্য কেতাদুরস্ত পোশাকের ক্ষেত্রে 'ক্রেপ' কাপড় এই ঋতুতে অত্যন্ত উপযোগী। বেছে নিতে হবে রঙিন 'ক্রেপ ড্রেস'।

পায়ে থাকবে রবারের 'এসপাদ্রিলেস' কিংবা 'স্লিং'। চুলটা সুন্দর করে বেছে নিতে হবে, নকশি করেও বাঁধতে পারে। খোলা চুল এই ঋতুতে মানানসই নয়।

## দুর্বলতা কমানোর খাবার

ভারতের অনলাইন ভিত্তিক পুষ্টিবিষয়ক প্রতিষ্ঠান 'নিউট্রিফোরভার্ভ'য়ের প্রধান পুষ্টিবিদ শিবানী শিক্রি বলেন, "সম্পূরক খাবারের মতই বেশ কিছু খাবার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো যা অবসাদ কাটাতে সাহায্য করে। তাই বাজারের তালিকায় এই সকল উপাদান রাখা যেতে পারে।"

ফেমিনা ডটইন'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এরকম বেশ কয়েকটি খাবারের নামও জানান তিনি।

ভিটামিন সি: টক-জাতীয় ফল (লেবু, কমলা, আঙুর), কিউই, পালংশাক, লেটুস পাতা ও মরিচ ইত্যাদি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার।

প্রোটিন: ডিম প্রোটিইনের ভালো উৎস। এটা দেহের কোষ সুস্থ রাখে। লুটেইন ও জিক্সানথিন (ক্যারোটিনয়েড) দৃষ্টি শক্তি বাড়ায় ও বয়সের ছাপ ধীর করে। ডিম ছাড়াও ডাল ও মটর-জাতীয় খাবার থেকে প্রোটিন পাওয়া যায়।

লৌহ: গাঢ় সবুজ শাক, মটর, ডাল, টফু, শুকনা ফল ও ডার্ক চকলেট আয়রনের ভালো উৎস।

সেলেনিয়াম: সেলেনিয়াম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ উপাদান যা ক্লান্তিভাব, নির্ঘুমতা ও দুর্বলতা কমাতে ভূমিকা রাখে। দীর্ঘ মেয়াদী হৃদরোগ থেকেও সুস্থ রাখতে সহায়ক এই উপাদান। মটর, বাদাম ও ডিম সেলেনিয়ামের ভালো উৎস।

প্রোবায়োটিক্স: দইয়ে আছে ল্যাক্টিক অ্যাসিড ও প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ ব্যাক্টেরিয়া যা, প্রাকৃতিকভাবেই শরীরকে সুরক্ষিত রাখে। নরম পনির, ঠাণ্ডা শুকনো ইস্ট, পাতাবহুল সবজি, ছানা এবং সবুজ সবজি ইত্যাদি থেকে প্রোবায়োটিক পাওয়া যায়।

দুর্বলতা কমায় এমন কিছু খাবারের তালিকা দেন শিক্রি।

মধু: মধু খুব ভালো প্রভাবক। এটা শরীর ও মনের দুর্বলতা কাটাতে ও চাপ কমাতে সহায়তা করে। এটা খনিজ যেমন- ক্যালসিয়াম, লৌহ, সিলিকন, ফসফরাস এবং ভিটামিন, বিশেষত ভিটামিন বি'য়ের ভাল উৎস।

আদা: আদা ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ। দিনের শুরুতে আদা পানির সঙ্গে লেবুর রস যোগ করে পান করা উপকারী।

কোকোয়া-চকলেট: কোকোয়া পলিফেনল সমৃদ্ধ যা ব্যাক্টেরিয়া রোধে কাজ করে। এতে আছে ভিটামিন এ, বি সিক্স এবং সি। এগুলো সংক্রমণ দূর করতে কাজ করে।

কোকোয়াতে রয়েছে ভিটামিন ডি, ম্যাগনেসিয়াম, জিংক, কপার ও সেলেনিয়াম।

শিক্রি আরও বলেন, "এর ভালো ফলাফল পেতে কম পক্ষে ৭০ শতাংশ কোকোয়া সমৃদ্ধ চকোলেট নির্বাচন করুন। এতে সঠিক পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ। দৈনিক দুয়েক টুকরা ডার্ক চকলেট খাওয়া উপকারী।"

কলা: ডোপামিন ও সেরোটোনিন সমৃদ্ধ যা স্নায়ুর কার্যকারিতা বাড়াতে ও চাপ কমাতে সহায়ক।

চিয়া বীজ: শক্তি যোগাতে চিয়া বীজ উপকারী। এটা ভিটামিন, খনিজ, প্রোটিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও আঁশের ভালো উৎস। এই বীজ ভিজিয়ে রাখলে আকারে দশগুণ বড় হয় এবং অনেকক্ষণ পেট ভরা রাখতে সহায়তা করে।

## চোখের ওপর চাপ কমাতে

আর এই চাপ হয়ত আরও বেড়েছে লকডাউন কিংবা 'হোম অফিস' করে। ভারতের 'ইএনটিওডি ইন্টারন্যাশনাল'য়ের মেডিকেল কনসালটেন্ট ডা. অনুপ রাজাধ্যক্ষ বলেন, "ট্যাবলেট, টেলিভিশন বা ল্যাপটপের সামনে অধিকাংশ সময় ব্যয় করা শরীর ও মনের পাশাপাশি চোখের ওপরেও প্রভাব ফেলে।" এই কথা মাথায় রেখে তিনি 'দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আরও বলেন, "আগের চেয়ে আরও বেশি লোক তাদের ট্যাবলেট, টেলিভিশন এবং ল্যাপটপে আটকে রয়েছে। যদি চিকিৎসা না করা হয় তবে এই অভ্যাস আপনার মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি চোখের অবস্থার ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলবে।"

কোভিডকালীনে স্কুল, কলেজ ও অধিকাংশ অফিস অনলাইন ভিত্তিক হয়ে যাওয়ায় স্ক্রিনের সামনে সময় বেশি দিতে হয়। এর ফলে চোখে নানান রকমের সমস্যা যেমন-শুষ্কতা, চুলকনাও ভাব, লালচে হয়ে যাওয়া এমনকি চোখে পানি আসা বা মাথা ব্যথার মতো সমস্যা দেখা দেয়। চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখার কয়েকটি উপায়

চোখ বিশেষজ্ঞদের মতে চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখার একমাত্র উপায় হল স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া। তারা ভিটামিন-জাতীয় খাবার ও ট্যাবলেট খাওয়ার পরামর্শ দেন।

চোখের সুস্থতায় পালংশাক বা কলি সালাদ ও রঙিন সবজি খাওয়া উপকারী। সবুজ শাক সবজি থেকে লুটেইন ও জিয়াক্সানথিন নামক উপাদান চোখের রোগ থেকে সুস্থ থাকতে সহায়তা করে বলে জানান, ডা. রাজাধ্যক্ষ। ভারতের 'ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব মেডিসিন' অনুযায়ী রঙিন খাবার- হলুদ ও কমলা রংয়ের সবজি (গাজর, মিষ্টি আলু) ভিটামিন এ সমৃদ্ধ যা চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে। কলা, আঙুর ও আম উচ্চ ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা চোখের রোগ থেকে সুস্থতা দান করে। ওমেগা-থ্রি সমৃদ্ধ খাবার চোখের আর্দতা রক্ষা করে। ফলে শুষ্কতা দূর হয় এবং চোখ সুরক্ষিত থাকে।

বিরতি কাজের ফাঁকে নিয়মিত বিরতি নেওয়া প্রয়োজন। রাজাধ্যক্ষ বলেন, "স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কাজ শুরু করার পর প্রতি ১৫ থেকে ২০ মিনিট পর পর চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম নিন। দুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর চোখের পেশিগুলোর চারপাশে মালিশ করুন বা পানি দিয়ে চোখ ধুয়ে আসুন।" তবে মালিশ করতে হাত দিয়ে খুব জোরে চোখ ঘষা উচিত নয়। এবং চোখের শুষ্কতা দূর করতে কিছুরক্ষণ পর পর চোখের পলক ফেলা প্রয়োজন। কম্পিউটার বা স্ক্রিন ব্যবহারের সময় কমাতে চাইলে নিচের পদ্ধতিগুলো অনুশীলন করা যেতে পারে। নীল আলো থেকে সুরক্ষা দেয় এমন উন্নত চশমা ব্যবহার দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিনে কাজ করলে এর থেকে বের হওয়া নীল আলো চোখের ক্ষতি করে। 'কম্পিটার গ্লাস' স্ক্রিনের নীল আলো থেকে চোখকে সুরক্ষিত রাখে এবং চোখের ওপরে চাপ পড়া কমায়। অধিকাংশ স্ক্রিন থেকে শক্তিশালী আলো নিঃসরণ হয় যা এই গ্লাস দিয়ে প্রতিহত করে যায়। নীল আলো প্রতিহত করার চশমাতে হলদে রংয়ের শেইড ব্যবহার করা হয়। স্ক্রিন থেকে নিঃসৃত হওয়া আলো রাতের ঘুম চক্রের ওপরে প্রভাব ফেলে। ফলে ঘুম হয়না ঠিক মতো। নীল আলোর প্রভাব থেকে বাঁচতে অন্ধকার বা আবছায়া আলোতে কাজ করা চোখের ওপরে আরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বলে জানান ডা. রাজাধ্যক্ষ। পরিবার ও পোশা প্রাণীর সঙ্গে সময় কাটানো পরিবার-পরিজন ও পোষা প্রাণীর সঙ্গে সময় কাটানো নিজেকে 'স্ক্রিন টাইম' থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে। এতে চোখের বিশ্রাম হয়।

শারদ উৎসব আসন্ন। প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পী। ছবি ঃ নিজস্ব

# অসমে বাঙালিদের ওপর আক্রমণ করবে ‘লাচিতসেনা’, একটি ভাষিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এই হুমকির পরও নীরব কেন সরকার, প্রশ্ন কংগ্রেসের

গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ বিজেপি সরকার। রাজ্যের জনগণের মধ্যে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায়ও চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন সরকার। এই অভিযোগ অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির।

প্রদেশ কংগ্রেসের মিডিয়া সেলের চেয়ারপার্সন ববিতা শর্মা আজ এক প্রেস বার্তায় অভিযোগ করে বলেছেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিদিন সংঘটিত হিংসা-প্রতিহিংসায় সাধারণ জনগণের নাভিশ্বাস চরমে উঠেছে। ২০১৬ সালে রাজ্যে বিজেপি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই বিভিন্ন ভাষা-জনগোষ্ঠীর ওপর আক্রমণ যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। লাচিত সেনা-র সদস্য কর্তৃক প্রকাশ্যে বাংলাভাষী জনগণের ওপর আক্রমণ করার হুমকির ঘটনা নিয়েও রাজ্য সরকারের তুমুল সমালোচনা করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের মিডিয়া সেলের চেয়ারপার্সন ববিতা শর্মা। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের বাংলাভাষীদের আক্রমণ করা হবে বলে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার দুঃসাহস দেখালেও, আশ্চর্যজনক ভাবে রাজ্য সরকার ও প্রশাসনযন্ত্র নীরব ভূমিকা পালন করছে।

লাচিত সেনার সদস্যদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত প্রশাসন আইনানুগ কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেন কংগ্রেস নেত্রী ববিতা শর্মা। বলেন, কোনও পদক্ষেপ নেওয়া-তো দূরের কথা, এমন স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে সরকার তথা প্রশাসনের তরফ থেকে এখন অবধি কোনও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করাটাও বাংলাভাষী জনগণের প্রতি সরকারের দায়িত্ববোধ সন্দেহের আবর্ত। একটি শান্তিকামী রাজ্যের ভিতরে যদি এভাবে নির্দিষ্ট এক ভাষিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অন্য এক ভাষার মানুষ আক্রমণের হুমকি দিয়ে থাকে, তা-হলে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার পাশাপাশি সামাজিক শান্তি-সম্প্রীতি কোন পরিস্থিতিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা এক গভীর চিন্তার বিষয় বলেও প্রেস বার্তায় উল্লেখ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের মিডিয়া সেলের চেয়ারপার্সন ববিতা শর্মা।

রাজ্যের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা ও শান্তি-সম্প্রীতি অটুট রাখার স্বার্থে, বাংলাভাষী জনগণের ওপর আক্রমণ চালানোর হুমকি দিয়ে আইন নিজের হাতে যারা নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে রাজ্য সরকারের কাছে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানান কংগ্রেস নেত্রী ববিতা।

# নবম ও দশম শ্রেণির সিলেবাস কমিয়ে নিল অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ

গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নবম এবং দশম শ্রেণির সিলেবাস চল্লিশ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সেবা)। করোনা সংক্রমণে জেরবার অসম সহ গোটা বিশ্ব। আর করোনার জেরে পড়াশোনা কার্যত লাটে উঠেছে দীর্ঘ দিন ধরে। অনলাইনে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চললেও তেমন বাস্তবমুখি হচ্ছে না। বাস্তব খবর এমনই।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের গ্রাফস অনেকটাই নিম্নমুখি। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ খোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে অসম সরকার। ইতিমধ্যে ৮ সেপ্টেম্বর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ক্লাস শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। তবে ক্লাস শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও সময় একেবারেই কম। ফলে এই পরিস্থিতিতে ২০২১-২২ শিক্ষা বর্ষের নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের সিলেবাস কমিয়ে দিয়েছে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ। সিলেবাসে ৪০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেবা।

আজ বৃহস্পতিবার ‘সেবা’ কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বর্তমান করোনাকালে ছাত্রছাত্রীদের স্বাচ্ছন্দের কথা বিবেচনা করে ২০২১-২২ শিক্ষা বর্ষের নবম ও দশম শ্রেণির প্রতিটি বিষয়ের পাঠ্যক্রম ২০১৯ শিক্ষা বর্ষের তুলনায় প্রায় ৪০ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। তবে পাঠ্যক্রম হ্রাস যে শুধু ২০২১-২২ শিক্ষা বর্ষের জন্য প্রযোজ্য এ-কথাও স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে ‘সেবা’র পক্ষ থেকে।

পাশাপাশি এ-কথাও বলা হয়েছে, শিক্ষক-শিক্ষিকারা ইচ্ছে করলে পুরো কোর্স পড়াতে পারবেন, এতে পড়ুয়াদের সম্যক জ্ঞান আহরণ হতে পারে। অবশ্য ছাত্রছাত্রীরা তাদের সংশোধিত সিলেবাস ‘সেবা’-র সরকারি ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন বলে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

# শিলচর মেডিক্যালে নিউরো বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ মন্ত্রী পরিমলের

গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দীর্ঘ বছরের গণদাবি পূরণ হলো বরাক উপত্যকার। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়োগ করাহয়েছে নিউরো সার্জন। গতকাল বুধবার রাজ্য ক্যাবিনেট বৈঠকে শিলচর মেডিক্যাল ও হাসপাতালে (এসএমসিএইচ) একজন বিশেষজ্ঞ স্নায়ু শল্য চিকিৎসককে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত ক্যাবিনেটের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবেশ ও বন, মৎস্য এবং আবগারি মন্ত্রী তথা ধলাইয়ের বিধায়ক পরিমল শুক্লবৈদ্য।

বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বরাক উপত্যকার কাছাড় জেলার ধলাই আসনের বিধায়ক অসম মন্ত্রিসভায় বরাকের একমাত্র মন্ত্রী পদে স্থানপ্রাপ্ত পরিমল শুক্লবৈদ্য মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত রাজ্য ক্যাবিনেটে শিলচর চিকিৎসা কলেজ ও হাসপাতালে নিউরো বিশেষজ্ঞ ডা. শম্ভুধর ধরকে নিয়োগ করার সিদ্ধান্তের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এজন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মাকে আন্তরিক ধন্যবাদও জানিয়েছেন।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান তথা মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য বিবৃতিতে বলেছেন, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে একজন নিউরো সার্জন নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়ে বরাক উপত্যকার বহুদিনের গণদাবি তথা স্বপ্ন পূরণ করেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। এর ফলে স্নায়ুরোগী ও সংশ্লিষ্টদের পরিবারের লোকজন যথেষ্ট উপকৃত হবেন বলে আশাবাদী মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য।

তিনি আরও বলেন, গুরুতর রোগীদের গুয়াহাটিতে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হতো। এমন-কি হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই অনেক রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। কাছাড় জেলা তথা সমগ্র বরাক উপত্যকার এই দীর্ঘদিনের অভাব দূর করার জন্য মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে ব্যক্তিগতভাবে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

# শিলচর মেডিক্যাল কলেজে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ নিয়োগে সন্তোষ ব্যক্ত কাছাড়ের অভিভাবক মন্ত্রী সিংঘল সহ বহুজনের

গুয়াহাটি / শিলচর, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শেষ পর্যন্ত শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করার সরকারি সিদ্ধান্তে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন কাছাড়ের অভিভাবক মন্ত্রী সিংঘল। রাজ্য সরকার শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিউরোলজিস্ট নিয়োগ করার সিদ্ধান্তে কাছাড় জেলার অভিভাবক মন্ত্রী অশোক সিংঘল, শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায় এবং জেলাশাসক কীর্তি জল্লি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

বৃহস্পতিবার অভিভাবক মন্ত্রী টুইটারে সন্তোষ ব্যক্ত করে বলেন, রাজ্য মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের ফলে বরাক উপত্যকার দীর্ঘদিনের গণদাবি পূরণ হয়েছে। তিনি এজন্য মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মন্ত্রী সিংঘল আরও বলেন, ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার সবল ও দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলে বরাক উপত্যকার পাশাপাশি সমগ্র দক্ষিণ অসমের নাগরিকরা উপকৃত হবেন।

কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি সন্তোষ ব্যক্ত করে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিউরোলজিস্ট নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ নেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, অভিভাবক মন্ত্রী অশোক সিংঘল এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, কাছাড়ের অভিভাবক মন্ত্রী অশোক সিংঘল এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেনন শিলচর মেডিক্যালে নিউরোলজিস্ট নিয়োগ এবং জেলার দীর্ঘদিনের ঝুলন্ত অন্যান্য সমস্যা সমাধানে মন্ত্রীর সক্রিয় তৎপরতার জন্য জেলাশাসক মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানন

শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায় বলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএইচইউ) কর্মরত ডা. সম্বুদ্ধ ধরের সাথে দেখা করেছিলেন এবং রাজ্য সরকার তাঁকে হাসপাতালে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই তাঁকে শিলচর মেডিক্যালে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সাংসদ রায়ও বরাক উপত্যকার এই গণদাবি পূরণে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং অসম সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী অত্যন্ত খুশি ব্যক্ত করে বলেন, সরকার বরাক উপত্যকার নাগরিকদের চাহিদা উপলব্ধি করে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতলে নিউরোলজিস্ট নিয়োগ করেছে।

শিলচরের ঘুংঘুরে অবস্থিত শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতল বরাক উপত্যকার সবচেয়ে বড় সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিউরোলজিস্টের অভাবে এ পর্যন্ত নিউরোলজি বিভাগ চালু করা সম্ভব হয়নি। বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভা নিউরো-বিশেষজ্ঞ ডা. সম্বুদ্ধ ধরকে নিয়োগ দেওয়ায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজে নিউরোলজি বিভাগ চালু করা সম্ভব হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন বহুজন।

হিন্দুস্থান সমাচার / বিশু / সমীপ

# পঞ্জশির উপত্যকায় জোর লড়াই প্রতিরোধ বাহিনীর হাতে খতম ১৩ তালিবান

কাবুল, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : নতিস্বীকার তো দূর অস্ত, তালিবানদের পঞ্জশিরে পা রাখতে দেবে না এমন শপথ আগেই নিয়েছে আফগানিস্তানের উত্তরপূর্বের পঞ্জশির প্রদেশের প্রতিরোধ বাহিনী। বৃহস্পতিবার সংঘর্ষে ১৩ তালিবান সন্ত্রাসবাদীকে হত্যা করেছে। তালিবানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ভেস্তে যাওয়ায় তারা লড়াই চালিয়ে যাবে বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট। ট্যুইটারে তারা বলেছে, পঞ্জশিরের চিকরিনাও জেলায় ন্যাশনাল রেজিস্ট্যান্স বাহিনীর হামলায় তালিবানের ১৩ সদস্য খতম হয়েছে। ওদের একটা ট্যাঙ্কও ধ্বংস হয়েছে।

কাবুলের ৯০ মাইল উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বতমালায় অবস্থিত পঞ্জশির উপত্যকা কব্জা করতে পারেনি তালিবান। পঞ্জশির প্রতিরোধ বাহিনীর মাথা নোয়াতে পারেনি।

তালিবানের স্থানীয় কমিশনের প্রধান মোল্লা আমির খান মোত্তাকি বুধবার জানান, পঞ্জশিরের উপজাতি নেতাদের সঙ্গে তাদের আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। তালিবানের অবশ্য দাবি, গত তিনদিন ধরে চলা সংঘর্ষে শুধু তাদেরই নয়, প্রতিরোধ বাহিনীর লোকজনও নিহত হয়েছে। পঞ্জশিরে তালিবানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রবাদপ্রতিম নিহত আফগান কম্যান্ডার আহমেদ শাহ মাসুদের ছেলে আহমেদ মাসুদ ও প্রাক্তন আফগান সরকারের প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট আমরুল্লা সালেহ। সালেহ বলেছেন, সব আফগান নাগরিকের অধিকার রক্ষাই আমাদের প্রতিরোধের লক্ষ্য। এই প্রতিরোধের কেন্দ্রে রয়েছে পঞ্জশির।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

# দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অভিযোগ তুলে ওয়েব পোর্টালগুলিকে কড়া ভাষায় বিঁধল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তবলিঘি জামাতের সমাবেশ নিয়ে এক মামলায় দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অভিযোগ তুলে ওয়েব পোর্টালগুলিকে কড়া ভাষায় বিঁধল সুপ্রিম কোর্ট। এই প্রবণতার জন্য দেশের নাম খারাপ হচ্ছে বলেই মত প্রকাশ করল দেশের শীর্ষ আদালত।

তবলিঘি জামাতের সমাবেশ নিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে আপত্তি জানিয়ে শীর্ষ আদালতে একটি মামলা দায়ের হয়েছিল। ওই মামলার শুনানিতেই এ দিন প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা বলেন, ‘‘সমস্যা হল, সমস্ত কিছুই সাম্প্রদায়িকতার মোড়কে পরিবেশন করে বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম। আর কিছুই নয়, এই প্রবণতার জন্য শুধু দেশের নাম খারাপ হচ্ছে।’’ বিচারপতিরা বলেন, ‘‘আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বলছে, ওয়েব পোর্টালগুলি এখন শুধু ক্ষমতাবানদের কথাই শোনে। তাঁদেরই ভয় পায়। কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, বিচারপতি বা সাধারণ মানুষকে তারা পাত্তাই দেয় না। তাদের নামে যা খুশি তাই লিখে দিতে পারে।’’

বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং টিভি চ্যানেলে যা দেখানো হয়, তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার কাছে জানতে চান বিচারপতিরা। উত্তর দিতে গিয়ে মেহতাও বলেন, ‘‘শুধু সাম্প্রদায়িকই দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, গল্প বানিয়েও পরিবেশন করা হয়েছে। বহু পোর্টাল থেকে ভুয়ো খবরও ছড়ানো হয়।’’ তার পরই ভুয়ো খবর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বেঞ্চ। বিচারপতিরা বলেন, ‘‘ইউটিউবে গেলেই বুঝবেন কী ভাবে সহজে ভুয়ো খবর ছড়িয়ে দেওয়া হয় ওই মাধ্যমে। আর যে কেউ অনায়াসে চ্যানেল খুলে ফেলতে পারেন।’’

## ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড নিউইয়র্কে মৃত ৭, বাতিল উড়ান পরিষেবা

নিউইয়র্ক, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ঘূর্ণিঝড় ইডার দাপটে লন্ডভন্ড হয়ে পড়ল নিউইয়র্ক। বুধবার রাতের রেকর্ড পরিমানে বৃষ্টি ও হরপা বানে নিউইয়র্ক শহরে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। আমেরিকার উত্তর-পূর্বে ঘূর্ণিঝড় ইডার তাণ্ডবের জেরে বাতিল করা হয়েছে বিমান। জরুরি পরিস্থিতি ঘোষণা করেছেন নিউইয়র্কের গভর্নর। নিউইয়র্ক শহরে রেকর্ড পরিমানে বৃষ্টির জেরে পাইপ ফেটে বৃষ্টির জল ঢুকে পড়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। জলের চাপ এতই যে, পাইপের ফাটা অংশকে রীতিমতো ফোয়ারার মত দেখা যাচ্ছিল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি ডুবে যায়। একাধিক স্টেশন ইতিমধ্যেই জলের নীচে। বাধ্য হয়ে মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি নিউইয়র্ক শহরে সাবওয়ে পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে।

## গার্ডেনরিচে সাউথ ইস্টার্ন রেলের সদর দফতরে সিবিআই-হানা

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা হানা কিছুতেই পিছু ছাড়ছেনা শহরবাসীর। প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য এই ভাইরাস। এই পরিস্থিতির মাঝেই বৃহস্পতিবার গার্ডেনরিচে সাউথ ইস্টার্ন রেলের সদর দফতরে সিবিআই-হানা। গত বছর মার্চ মাস থেকে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। গত কয়েকদিন ধরে ১০০০ নিচে রয়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতির মাঝেই মাঝে মধ্যেই নানা ধরনের অসহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে শহরে। এরই মাঝে এদিন গার্ডেনরিচে সাউথ ইস্টার্ন রেলের সদর দফতরে হানা দেয় সিবিআই। সিবিআইয়ের তল্লাশি আটক করা হয় রেলের ২ আধিকারিককে। ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে হাতেনাতে পাকড়াও করার অভিযোগ।

## বিজেপি যুবমোর্চার নবনিযুক্ত প্রদেশ সভাপতি সিদ্ধাংকুকে সংবর্ধনা করিমগঞ্জ জেলা যুবমোর্চার

গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টি যুবমোর্চার নবনিযুক্ত প্রদেশ সভাপতি সিদ্ধাংকু অংকুর বরুয়াকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানিয়েছে করিমগঞ্জ জেলা যুবমোর্চা। হেঙড়াবাড়িতে অবস্থিত প্রদেশ বিজেপির সদর কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে যুবমোর্চার প্রদেশ সভাপতি সিদ্ধাংকু অংকুর বরুয়াকে মণিপুরি গামছা পরিয়ে সংবর্ধনা জানান করিমগঞ্জ জেলা যুবমোর্চার সভাপতি অমিত পাল। করিমগঞ্জ যুবমোর্চার পক্ষ থেকে একটি স্মারক উপহারও সংগঠনের প্রদেশ সভাপতির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে যুবমোর্চার সর্ব-ভারতীয় সম্পাদক অরুণজ্যোতি হাজারিকা এবং যুবমোর্চার প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি তথা প্রদেশ বিজেপির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক দিপ্লুরঞ্জন শর্মাকেও মণিপুরি গামছা পরিয়ে যুবমোর্চার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর করিমগঞ্জ জেলা যুব মোর্চার প্রতিনিধি দল প্রদেশ সভাপতি সিদ্ধাংকু অংকুর বরুয়ার সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মিলিত হয়। এতে করিমগঞ্জ জেলা যুবমোর্চার সভাপতি অমিত পাল প্রদেশ সভাপতিকে প্রান্তিক জেলা করিমগঞ্জ আসার আমন্ত্রণ জানান। এছাড়া এদিনের আলোচনায় সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রদেশ সভাপতি সিদ্ধাংকু অংকুর বরুয়ার সঙ্গে মতবিনিময় করেন অমিত পাল সহ যুবমোর্চার অন্যান্য পদাধিকারীগণ। প্রতিনিধি দলে ছিলেন করিমগঞ্জ জেলা যুবমোর্চার দুই সাধারণ সম্পাদক পাপ্পু কুরি ও পঙ্কজ দাস, দুই সম্পাদক প্রীতম পাল এবং অনুপ সিং, প্রীতম দাস প্রমুখ।

# পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত নানা সমস্যায় জর্জরিত, দাবি উঠছে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২ সেপ্টেম্বর।।** উওর জেলার পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতটি নানা সমস্যায় জর্জরিত ।নগর পঞ্চায়তটি স্বমহিমায় চললেও স্বচ্ছতার দিক দিয়ে সরকারি দপ্তরের উদাসীনতার চিএটি বাস্তবে বড্ডই বেমানান। দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারতের স্বপ্নকে বাস্তব রুপ দিতে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের আধুনিক মান সম্পন্ন গাড়ি থেকে শুরু করে আধুনিক মানের যন্ত্রাদি দেওয়া সত্বেও আক্ষরিক অর্থে টুটু জগন্নাতের ভূমিকা অবলম্বন করে চলেছেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়তে দপ্তরটি ।নগর এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডের চিএ যেমন তেমন কিন্তু নগররের মধ্যমনি অর্থাৎ পানিসাগর বাজারটিতে স্বচ্ছতার লেশমাএ নেই। বাজারের সায়ী দোকানি থেকে শুরু করে পথচলতি জনগনের অভিযোগ,বিগত প্রায় পাঁচ মাস যাবৎ বাজার এলাকায় দেওয়া প্রায় গোটা দশেকের মতো ডাস্টবিন থাকলেও,এগুলোকে পরিক্ষারের কোন উদ্দ্যোগ নগর পঞ্চায়েত নেয়নি ।বাজারের প্রতিটি ডাস্টবিনে ময়লা আবর্জনার স্তূপ উপছে পড়ে নরক গুলজারে পরিনত হলেও ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় নগর পঞ্চায়েত দপ্তর ।কোন প্রকারের পরিস্কারের ব্যবস্থার উদ্দ্যোগ হাতে নেয়নি নগর পঞ্চায়েত ।এতে করে বাজারে আসা পথ চলতি জনগন ময়লা আবর্জনার পঁচা দূর্গন্ধে নাকে কাপর চাপা দিয়ে কোনক্রমে হাফ ছেড়ে বাঁচেন ।পাশাপাশি কতিপয় ব্যাবসায়ীরাও অভিযোগ করে বলেন, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত দপ্তর দোকানের সামনে এনে ডাস্টবিন বসিয়েছে।এতে করে দোকানিদের নিত্যদিনকার ক্রয় বিক্রয়ে বিপওি ঘটে চলেছে ।এক্ষেএে অবশ্য কতিপয় একাংশ ব্যাবসায়ীদের অসহযোগিতাও পরিলক্ষিত হয়েছে ।কিছু কিছু ব্যাবসায়িরা ডাস্টবিনের বিতরে আবর্জনা না ফেলে বাহিরে ফেলার ফলে নর্দমা আবর্জনা চারি দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরে বাজার এলাকায় স্বচ্ছতার পরিবেশকে বিঘ্নিত করে তুলছেন ।জানাগেছে প্রতি সপ্তাহে তিনদিন ডাস্টবিন পরিস্কার করার কথা থাকলেও দীর্ঘ প্রায় পাঁচ মাস যাবৎ ডাস্টবিন গুলো কেনইবা পরিস্কার করা হয়নি তা সকলেরই অজানা। তাছাড়া পানিসাগর মহকুমার সরকারি দপ্তরের অধিকাংশ বাউন্ডারি দেয়ালে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে স্বচ্ছতার প্রতিচ্ছবি টাঙ্গিয়ে রাখলেও বাস্তবের সাথে কাজের কোন মিল নেই ।এছাড়াও ঘটাকরে নগর পঞ্চায়তের উদ্দ্যোগে নেতাজীর মর্মর মুর্তি প্রতিষ্ঠা করলেও মূর্তির সম্মূখ ভাগে ডাস্টবিন বসিয়ে নর্দমার বেরাজালে ফেলে বাস্তবিক অর্থে নেতাজীকে অবমাননা করা হচ্ছে।

## সিপিএমের

● **প্রথম পাতার পর**

আসবাবপত্র ভাঙচুর ও লুটপাট করেছিল। তার পর থেকে অফিসটি বন্ধ ছিল ।অফিস ভাঙার খবর যথাসময়ে পুলিশ আধিকারিকদের জানানো সত্ত্বেও পুলিশের কোনওভূমিকা ছিল না।

সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী বিজেপি দুর্বৃত্তদের দ্বারা জোত জমিতে অবস্থিত সি পি আই (এম) কৃষ্ণনগর লোক্যাল কমিটি অফিস সম্পূর্ণ ধ্বংস করার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং এই অপরাধ প্রতিহত করতে পুলিশের অপরাধমূলক নীরবতা অগ্রহণযোগ্য বলে পার্টি মনে করে। অবিলম্বে দোষীদের আইনানুগ শাস্তি বিধানের কার্যকরী উদ্যোগ নিতে পার্টি রাজ্য সরকারের নিকট দাবি জানাচ্ছে। মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বিজেপি বিধায়কের মন্ত্রী হওয়ার নিশ্চিত খবরের পর পরই বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় পার্টি নেতা-কর্মী-সমর্থকদের বাড়ি-ঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা বিজেপি দুর্বৃত্তরা নতুন উদ্যমে চালাতে শুরু করে। কৃষ্ণনগর লোক্যাল অফিস ধুলিস্যাৎ করার ঘটনা তারই অংশ। এ ধরনের ফ্যাসিস্টসুলভ আক্রমণ বিজেপি জোট সরকারের জনবিচ্ছিন্নতাকেই প্রকট করছে এবং তা আরও বাড়তেই থাকবে।

# বিশালগড় প্রেসক্লাবের অস্থায়ী ভবনের দ্বারোদঘাটন বিশালগড়ে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।।** বৃহস্পতিবার, বিশালগড় প্রেসক্লাবের নবনির্মিত অস্থায়ী কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন , ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অরুণোদয় সাহা, এছাড়া বিধায়ক ভানুলাল সাহা, বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী, এছাড়া ছিলেন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সদস্য নবাদল বণিক, বিশালগড় পৌর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম মজুমদার, আইনজীবী নিতাই চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশালগড় প্রেসক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ। প্রথমে অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করেন বিশালগড় প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি সমীর ভৌমিক এবং প্রেসক্লাবের সহ-সম্পাদক খোকন ঘোষ। অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি সহ অন্যান্য অতিথিরা। বিশালগড় প্রেসক্লাব কার্যালয়ের নতুন ভবনের ফিতা কেটে প্রেসক্লাবের কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সহ আগত অতিথিরা।

বিশালগড় প্রেসক্লাবে তিনজন সাংবাদিক রঞ্জিত কুমার দেবনাথ, সুব্রত সাহা এবং সঞ্জিত বণিকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ রাখেন বিশালগড় প্রেসক্লাবের সম্পাদক তাজুল ইসলাম। সাংবাদিকের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অরুণোদয় সাহা বলেন গ্রামীণ এলাকার সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ বাড়ানোর জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার চালু করা হোক। এছাড়া সত্যনিষ্ঠা সংবাদ যাতে পরিবেশন করে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সংবাদমাধ্যমে কর্মীরা কাজ করার জন্য আবেদন রাখেন। আলোচনা করেন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সদস্য নবাদল বণিক ।তিনি বলেন আপনারা সত্যনিষ্ঠা সংবাদ করতে গিয়ে সরকারের সমালোচনা হলো আপনারা ভুল ত্রুটি তুলে ধরলে আমাদের সুবিধা হয়। ব্যক্তিগত রেষারেষির না করে সত্যনিষ্ঠা সংবাদ পরিবেশন করবেন।,

আপনার জায়গা দেখুন সে ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করব। বিধায়ক ভানু লাল সাহা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন আমাদের সময়ে সরকারি খালি জায়গা তেমন ছিলনা তহশীল অফিসের পাশে জায়গা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু দেওয়া হয়নি। তিনি আরো বলেন বিশালগড় অস্থায়ী প্রেস ক্লাব পরিচালনা করতে গিয়ে যদি কোন অর্থের প্রয়োজন হয় তিনি সহযোগিতা করবেন। আলোচনা করেন বিধায়ক বিরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# পুলিশ সুপারকে স্মারকলিপি দিল হেল্পিং হ্যান্ডস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ সেপ্টেম্বর।।** ছিনতাই, অপহরন ,খুন সহ বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ রুখতে এবং আসামি সনাক্ত করন সহজ করা ও শহরকে সুরক্ষিত রাখতে সরোবর নগরী-মন্দির নগরী উদয়পুর শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় সিসি ক্যামেরা বসানোর দাবীতে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলা শাসক এবং গোমতী জেলা পুলিশ সুপার এর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করলো উদয়পুরের একটি সামাজিক সংস্থা হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সদস্যরা। গোমতী জেলা শাসকের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি কালেক্টর কিরীট মোহন সরকার এবং গোমতী জেলা পুলিশ সুপারের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ পাল এর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন। এখানে একটা বিষয় পরিস্কার সাম্প্রতিক কালে করোনা আবহে উদয়পুর শহর ও শহরতলি এলাকায় বেশ কিছু এলাকায় চুরি, ছিনতাই সহ নানান অসামাজিক কার্যকলাপ ঘটেছে যার ফলে উদয়পুরের সকল অংশের জনসাধারণের নিরাপত্তার প্রশ্ন চিহ্নিত মুখে দাঁড়িয়েছে। সিসি ক্যামেরা বসানোর দাবী জানানো হয়। এদিন এই স্মারকলিপি প্রদান কালে উপস্থিত ছিলেন হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সভাপতি সম্পাদক জয়দীপ সহ অন্যান্য সদস্য বৃন্দ।

# প্রবীন জিএমপি নেতা প্রয়াত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২ সেপ্টেম্বর।।** কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক তথা গণমুক্তি পরিষদের সদস্য মহরাই ত্রিপুরা(৮৫) বার্ধক্য জনিত কারনে বুধবার গভীর রাতে নারায়নপুরসিত নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ওনার মৃত্যুর খবর পেয়ে আজ তার বাড়িতে ছুটে যান সিপিআইএম গন্ডাছড়া মহকুমা সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, গনমুক্তি পরিষদের গন্ডাছড়া মহকুমা সম্পাদক সুমতি রঞ্জন চাকমা, উপজাতি যুব ফেডারেশন গন্ডাছড়া মহকুমা সম্পাদক কসিরাম ত্রিপুরা প্রমুখ। নেতৃত্বরা মরদেহে ফুল, মালা ও সংগঠনের পতাকা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান এবং পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। মৃত্যু কালে তিনি ৫ মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

# বক্সনগর পঞ্চায়েতের একই ব্যক্তির দুটি রেজিস্ট্রারে নাম নথিভুক্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২ সেপ্টেম্বর।।** .বক্সনগর আর ডি ব্লকের অন্তরগত মুল্লা মুড়া পাঁচ নং ওর্য়াডের একই ব্যক্তির বক্সনগর গ্রাম পঞ্চায়েত রেজিষট্রারে নাম নথিভুক্ত দুটি রেজীষট্রীতে। পারুল আক্তার এবং পারুল বেগম একই ব্যক্তির পরিচয়।পারুল আক্তার কে শুভ বিবাহ দিয়াছে বাংলাদেশের বলদা বুড়িচং এলাকার মধ্যে। পারুল আক্তারের পিতা তৈয়ব আলী সে মুল্লার বাসিন্দা। আর বাংলাদেশের জামাতার নাম লোকেছ মিয়া ।লোকেছ মিয়ার স্ত্রীর নামই হচ্ছে পারুল আক্তার ।বাংলাদেশেরও নাগরিক পারুল আক্তার কিন্তু পঞ্চায়েত রেজিষট্রী থেকে কনো ট্রেনসপার সাটিফিকেট পযর্ন ও ওঠিয়ে নেন নি ।আবার বাংলাদেশের নাম সাইফুল বক্সনগর পঞ্চায়েত রেজিষট্রীর মধ্যে নাম হল লোকেছ মিয়া ।কিন্তু কিভাবে নাম নথিভুক্ত করতে পেরেছে পঞ্চায়েত রেজিষট্রীতে ।সবচেয়ে আচায্যর ব্যাপার হল মধ্য বক্সনগরের ছোবান মিয়াকে পিতা বানিয়ে রেজিষট্রীর মধ্যে নাম বসিয়ে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা হাতিয়ে নেওয়া চেষ্টা করছে। একটি পঞ্চায়েত রেকর্ডে রয়েছে পারুল আক্তার অন্য টির মধ্যে পারুর বেগম। তাহলে কি করে বাংলাদেশী মেয়েও জামাতা কি ভাবে কোনো প্রমাণ পএ ছাড়াই অস্বম্ভব কাজ কে সহজভাবে করিয়ে নিচ্ছে? পঞ্চায়েত সচিব কেমন করে, এই সব নাম তুলতে সাহস পাচ্ছে। ২০২০ সালে পঞ্চায়েত সচিব ছিলেন ধীরাজ গুহ। এলাকার মধ্যে কান পাতলে শুনা যায় যে প্রণামী ছাড়া কিছুতেই হয়নি ।উক্ত ঘটনাকে ঘিরে গোটা বক্সনগর এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। কিন্তু এখন দেখার বিষয় সমস্থ ঘটনার আড়ালে ঘটে যাওয়া একই ব্যক্তির দুই রেজিষট্রীর নাম নথিভুক্তর ইস্যু নিয়ে বতর্মান ব্লক আধিকারিক তথা ধৃতিশেখর রায় কি ব্যবস্থা নেন,সেই দিকেই তাকিয়ে আছে সাধারণ জনগণ।

# নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে কারাদন্ডাদেশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ সেপ্টেম্বর।।** গত ২৫-০৪-২০১৯ইং অমরপুর মহকুমা বীরগন থানা অন্তর্গত তুতো বাগান গ্রাম পঞ্চায়েত এই পঞ্চায়েতের শরীফা বেগমের কুমারী নাবালিকা মেয়ে হানিফা বেগম( কাল্পনিক নাম)। সকাল আনুমানিক দশটায় স্কুল থেকে বাড়ি আসে। বাড়ি আসার পর স্কুল পোষাক পরিবর্তন করে সবসময় বাড়িতে পরিহিত পোশাক পরার সময় ঐ একই পঞ্চায়েতের সজল মিঞার ছেলে মামন মিঞা শরীফা বেগমের ঘরে প্রবেশ করে এবং নাবালিকা মেয়ে হানিফা বেগমকে ( কাল্পনিক নাম) জোড় পূর্বক ধর্ষণ করে। পরবর্তীতে শরীফা বেগমের এজাহার মূলে বীরগন থানা আসামি মামন মিঞাকে গ্রেফতার করে। সাক্ষীদের থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ করার পর চার্জশিট দাখিল করেন ।মাননীয় বিচারক ২৫ জন স্বাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করার পর উভয় পক্ষের দীর্ঘ শুনানির পর স্পেশাল জর্জ এ কে নাথ আসামী মামুন মিঞাকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং ভারতীয় দন্ডবিধির পক্সো আইনের ৬ ধারায় দশ বৎসরের সাজা ঘোষণা করেন। এই দশ বছরে সাজার পাশাপাশি পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

জরিমানার টাকা দিতে অপারগ হলে আরো তিন মাস অতিরিক্ত সাজার কথা ঘোষণা করেন। সরকার পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর শ্রী পল্টু দাস, মামলার তদন্তকারী অফিসার ছিলেন মহিলা সাব ইন্সপেক্টর সুমিত্রা কাপালি। এই কেসের বিবরন,কেস নং- স্পেশাল ১২( পক্সো আইন)-২০১৯বীরগন থানা, ২৮/২০১৯, ধারা ৪৪৮,৩৭৬(২)( ১)/৫০৬আই পি সি, এবং পক্সো আইনের ৬ ধারা।

# গরু বোঝাই গাড়ি আটক করলেন বিধায়ক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ সেপ্টেম্বর।।** গরু বোঝাই বোলেরো গাড়ি আটক করলেন মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ। আজ উদয়পুর মহারানি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় উদয়পুর ড্রপগেট এলাকায় একটি গরু বোঝাই বোলেরো গাড়ি দেখে সন্দেহ হওয়ায় গাড়িটিকে আটক করলেন মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ ।উনি প্রত্যক্ষ করেন গাড়িটিতে এগারোটি গরু বোঝাই করা ছিলো। বিধায়ক দেখেন গরু গুলি ডালাক বাজার থেকে আনা হচ্ছে। গাড়িটি ওভার লোড হওয়া স্বত্তেও অমরপুর থানার পুলিশ দুই হাজার টাকা জরিমানা করে গাড়িটি ছেড়ে দেওয়ায় বিধায়ক বিস্ময় প্রকাশ করেন ।গাড়িটি গরু গুলি নিয়ে চড়িলাম যাবেন বলে গরুর মালিক নূর ইসলাম জানিয়েছেন।

## তৃণমূল

● **প্রথম পাতার পর**

আহ্বান জানিয়েছে। তবে কিছু শর্তও জুড়ে দিয়েছে। এক্ষেত্রে আগামী দিনে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ দেখার অপেক্ষায় থাকতে হবে রাজ্যবাসীর।

এদিকে, অসম নয়, এ মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসের পাখির চোখ ত্রিপুরা। আজ বৃহস্পতিবার উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির দর্শনে গিয়ে দৃঢ়তার সাথে এ-কথা বলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য সুস্মিতা দেব। তাঁর বিশ্বাস, মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর আশীর্বাদে ত্রিপুরার উন্নয়ন করবে তৃণমূল।

বুধবার রাজ্যে এসেছেন সুস্মিতা দেব। বৃহস্পতিবার উদয়পুরের মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির দর্শনের পর ত্রিপুরায় যাত্রা শুরু করেন তিনি। এদিন তিনি ত্রিপুরায় বিজেপি জোট সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন, ২০১৮ সাল থেকে শাসক দল তাদের একটিও প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি। তাঁর কথায়, যদিও সাধারণ মানুষ শেষ কথা বলবে, দেবীর আশীর্বাদে আমরা ত্রিপুরা এবং জনগণের উন্নয়নের জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তাঁর বিশ্বাস, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরায় আরও শক্তিশালী হবে। সাথে তিনি আশ্বস্ত করেন, তৃণমূল কোনও হিংসার রাস্তায় যাবে না।

এদিন তিনি সাফ বলেন, অসমে অপ্রীতিকর রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। সুস্মিতা দেব মনে করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রয়োজন রয়েছে অসমে। কিন্তু এ মুহূর্তে আমাদের পাখির চোখ ত্রিপুরা। সাথে তিনি যোগ করেন, অসমে প্রথমে সংগঠন তৈরি করব, তার পর নির্বাচনে ঝাঁপাব।

## রানীরবাজারে

● **প্রথম পাতার পর**

কখনো দেখতে পাননি। কোথা থেকে কি করে ওই যুবক এখানে এসেছে এবং রেলের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে রাজ্যের থাকায় বেশ কয়েক জনের মৃত্যু হয়েছে। পরপর এসব মৃত্যুর ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক ক্রমশ বাড়ছে।

## স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

বিপ্লব কুমার দেব। সফরের প্রথম দিনই তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে ব্রু পুনর্বাসন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর সাথে ছিলেন মুখ্য সচিবকুমার অলক কুমার।

বৈঠক শেষে এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যালোচনা করেছেন। এখন থেকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন কাজের নজরদারি করা হবে। তিনি আশ্বস্ত করেছেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি রাখা হবে না। সাথে তিনি যোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ২৩ বছরের দীর্ঘ সমস্যার সমাধানে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই সিদ্ধান্তের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে ত্রিপুরা সরকার।

## মাফিয়ার

● **আটের পাতার পর**

রয়েছে। গন্ডাছড়া থানার পুলিশ তার বিরুদ্ধে কঠোর কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। নেশা কারবারি দীপশান্ত চাকমার তান্ডবে গোটা মহকুমা এলাকার মানুষ এক আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় সাংবাদিকরা সহ গোটা এলাকার মানুষ তার কঠোর শাস্তির দাবি জানান।

## জনমনে

● **আটের পাতার পর**

গুলিতে নিয়ে যাওয়া হলেও বর্তমানে কিন্তু করোণা আক্রান্ত রোগীদের লাগামহীনভাবে হাসপাতালের কর্মচারীদের খামখেয়ালিপনায় হাসপাতাল চত্বরেই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তাতে করে সংক্রমনের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে ।এমনই এক ঘটনা পরিলক্ষিত হল বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে ।রোগীর পরিবারের লোকজন হাসপাতালের ইনচার্জ তথা এম.ও.আই.সি অজিত দেববর্মা"র কাছে ঘটনা অবগত করলে ওই চিকিৎসক উনার উর্দতন আধিকারিক তথা এস.ডি.এম.ও চন্দন দেববর্মা"কে দেখিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেন। কিন্তু রোগিণীর পরিবারের লোকজন এস.ডি.এম.ও চন্দন দেববর্মার কাছে গেলে তিনি জানান,, কাউকে যেন কিছু না জানিয়ে চুপি চুপি বাড়ি চলে যায় ওই রোগিনী সহ পরিবারের লোকজন।

তবে ঘটনার সত্যতা খুঁজতে সাংবাদিকরা হাসপাতালে গেলে এস.ডি.এম.ও চন্দন দেববর্মাকে কক্ষে খুঁজে পাওয়া যায়নি। উনি ব্যস্ত উনার সরকারি কোয়ার্টারে প্রাইভেট রোগী দেখার কাজে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমণে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

## বিধানসভায়

● **প্রথম পাতার পর**

বিধানসভার অধ্যক্ষ পদ থেকে রেবতিমোহন দাস পদত্যাগ করে বলেন, আজ দুপুরে বিধানসভায় উপাধ্যক্ষের হাতে পদত্যাগ পত্র তুলে দিয়েছি। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণেই পদত্যাগ করেছি। তার বেশি এখনই আমার কিছু বলা সম্ভব নয়। এদিকে সন্ধ্যায় তাঁকে প্রদেশ বিজেপি উপ-সভাপতি পদে দায়িত্ব দেন প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা। নতুন দায়িত্ব পেয়ে তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলানো কঠিন হয়ে উঠেছিল। ফলে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন সম্ভব হচ্ছিল না। তাই পদত্যাগ করেছি। সাথে তাঁর দাবি, বরাবরই সংগঠনের কাজে পছন্দ এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। তাই, দলের প্রদেশ উপ-সভাপতির দায়িত্ব পেয়ে আমি ভীষণ আনন্দিত। এই দায়িত্ব দেওয়ার জন্য তিনি প্রদেশ সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিকে, নতুন অধ্যক্ষ নিয়ে ইতিমধ্যে জল্পনা শুরু হয়েছে। সূত্রের দাবি, খয়েরপুর কেন্দ্রের বিধায়ক রতন চক্রবর্তীকে অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কারণ, তাঁর সংসদীয় রাজনীতির অসীম অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে, উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনকেও অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব দেওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

## ডেপুটেশন

● **প্রথম পাতার পর**

তিন হাজার। তারা ল্যাবরটরি টেকনোলজিস্ট উপর ডিপ্লোমা ও মাস্টার ডিগ্রি গ্রহণ করে বাড়িতে বেকার বসে আছেন। আর টি আই করে দেখা গেছে রাজ্যে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর গুলোতে প্রচুর পরিমাণে ল্যাবরটরি টেকনোলজিস্টের শূন্যপদ আছে।

বিষয়টি গত এপ্রিল মাসের ৫ তারিখ স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে নিয়োগের দাবি জানানো হয়েছিল। দফতরের অধিকর্তা আশ্বাস দিয়েছিলেন বিষয়টি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে নেবেন। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হতে চলেছে, এখন পর্যন্ত কোন নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না সংশ্লিষ্ট দপ্তর। উপরন্তু ২৪ আগস্ট ভলেন্টিয়ার ভাবে কোভিডে নমুনা সংগ্রহের জন্য নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু এতে সন্তুষ্ট নয় রাজ্যের বেকার ল্যাবরটরি টেকনোলজিস্টরা। বেকার ল্যাব টেকনিশিয়ানদের দাবি ইতিমধ্যে দপ্তরকে স্থায়ীভাবে শূন্যপদ গুলিতে নিয়োগ করতে হবে বলে জানান তিনি। তিনি আরো বলেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অবস্থা করুন। রাজ্যের সরকারি ডায়নোস্টিক সেন্টার বেসরকারিকরণ করে নিয়েছে সরকার। বাইরের একটি সংস্থার হাতে অধিক মুনাফার স্বার্থে তুলে দিয়েছে। কিন্তু বেকার ল্যাবরটরি টেকনোলজিস্টরা তাদের এই ধরনের বঞ্চনা মেনে নিতে পারছে না। তাই দ্বিতীয়বার ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। সরকার যদি ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ না করে তাহলে তারা আগামী দিনে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হবে বলে জানান তিনি।

## আদালত

● **প্রথম পাতার পর**

তবে, উচ্চ আদালতে রিপোর্ট জমা দেওয়ার পূর্বে চূড়ান্ত রিপোর্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে জমা দেওয়া যাবে না। সাথে খোয়াই থানায় মামলার সম্পূর্ণ নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল উচ্চ আদালত।

আজ উচ্চ আদালতে ওই মামলার শুনানি হয়েছে। আবেদনকারীর কেঁসুলি আদালতে সওয়াল করেন, তেলিয়ামুড়া থানায় দায়েরকৃত মামলা ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। জামিনযোগ্য ধারায় মামলায় ধৃতদের আদালতে সোপর্দ করার প্রয়োজন ছিল না। তিনি বলেন, ধৃতদের প্রথমে ধলাই পুলিশ লাইনে রাখা হয়েছিল এবং পরে খোয়াই থানায় স্থানান্তর করেছিল। এদিকে, অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, তেলিয়ামুড়া থানায় রুজু মামলায় ধৃতরা জামিননামা দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তাই তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়নি। ফলে, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করার জন্য তাঁদের খোয়াই নেওয়া হয়েছিল। তখনই আবেদনকারীরা থানায় গিয়ে অন্যায় আবদার করেন এবং প্রচুর ভিড় একত্রিত করে পুলিশের কাজে বাধা দেন।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি আরও কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, কোভিড বিধি লঙ্ঘনের দায়ে ধৃতদের সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতি ছাড়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়ার ঘটনায় আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। সাথে তিনি বলেন, থানায় ধৃতদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য অন্যায় আব্দারের মতো ঘটনারও আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। তাই, তিনি মামলায় স্বপক্ষে প্রমাণ এবং ভিডিও রেকর্ডিং আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পরবর্তী শুনানির দিন ২৩ সেপ্টেম্বর ধার্য করেছে আদালত।

## ৪৭ হাজারের

● **প্রথম পাতার পর**

জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৮১,০৯,২৪৪ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫০৯ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪, ৩৯,৫২৯ জন (১.৩৪ শতাংশ)।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ফের বাড়ল, বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৫,১৮১ জন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,২০,২৮,৮২৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৪৮ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৬৬ কোটি ৩০ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩৩৪ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে। কেরলের কোভিড-পরিস্থিতি প্রতিদিনই চিন্তা বাড়াচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৭,০৯২ জন ও মৃত্যু হয়েছে ৫০৯ জনের, শুধুমাত্র কেরলেই বুধবার সারাদিনে সংক্রমিত হয়েছেন ৩২,৮০৩ ও মৃত্যু হয়েছে ১৭৩ জনের।

## মেনেজার

● **প্রথম পাতার পর**

অফিসে একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে আরপিএম প্রদীপ দাস ওই মহিলার উপর শ্লীলতাহানি করে। তখন নিরুপায় হয়ে নিগৃহীতা মহিলা নিজের ইজ্জত বাঁচাতে চিৎকার চেচামেচি করলে ছুটে আসেন আশপাশের জনগণ। সানীয় জনগন পঞ্চায়েত অফিসে এসে নরপিচাশ আরপিএম প্রদীপ দাসের হাত থেকে মহিলাকে উদ্ধার করেন।

খবর দেওয়া হয় বাগবাসা আউট পোস্টে। বাগবাসা আউট পোস্টের পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত প্রদীপ দাসকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। তারপর বাগবাসা আউট পোস্টের পুলিশ ধৃত প্রদীপ দাসকে তুলে দেয় ধর্মনগর মহিলা থানায়। এদিকে নিগৃহীতা মহিলা ধর্মনগর মহিলা থানায় লিখিত ভাবে শ্লীলতাহানীর অভিযোগ দায়ের করেন। ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ ৩৩ নম্বরের সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। আগামীকাল প্রদীপ দাসকে ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।অপরদিকে স্থানীয় জৈথাং এলাকা থেকে জোরালো দাবি উঠছে প্রদীপ দাসের কঠোর শাস্তির।

## মহিলার

● **প্রথম পাতার পর**

কে মৃত অবস্থায় জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় বলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন।

মৃত অনিতা দেবনাথ স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চাকরি করতেন বলে সংবাদ সূত্রে জানা যায় মৃত মহিলার নিথর দেহ উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালের মর্গে শায়িত আছে। আগামী কাল ময়নাতদন্ত শেষে নিকট আত্মীয়ের হাতে তুলে মরদেহ তুলে দেওয়া হবে বলে নিকট আআত্মীয়রা জানিয়েছেন।। এই ঘটনায় বগাবাসা বাগমা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত মহিলার পরিবারের লোকজন কান্নায় ভেঙে পড়েন। এখানে উল্লেখ থাকে যে গত পরশু দিন পালাটানা ও টি পি সি পাওয়ার প্রজেক্টে জঙ্গল সাফাই করতে গিয়ে বিদুৎস্পৃষহয়ে অনয় দে নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিলো। তিনদিনের মাথায় একই মহকুমায় বিদুৎস্পৃষহয়ে দুজনের মৃত্যুতে মহকুমা বাসীর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ গভীর ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

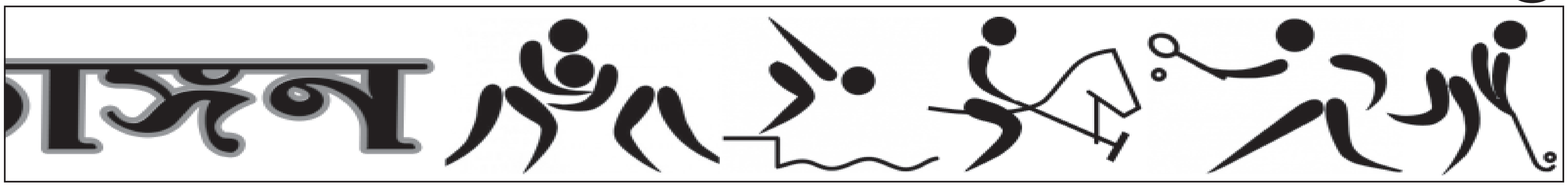


# ম্যান ইউয়ে যোগদান রোনাল্ডো পুত্র-র, একই দলে রুনির ছেলেও

ম্যাঞ্চেস্টার, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : একসময় রেড ডেভিলস দলের অন্যতম দাপুটে জুটি ছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও ওয়েন রুনি। আর এবার ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের যুবদলের হয়ে দুই মহাতারকার পুত্র জুটি বাঁধতে চলেছে। ম্যান ইউ-র অনূর্ধ-১২ দলের হয়ে খেলবে রোনাল্ডোর ছেলে ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়র। আর গত বছরই সেই দলে যোগ দিয়েছিল রুনির পুত্র কাই রুনি। ফলে ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়র আর কাই রুনি একে অপরের সতীর্থ হতে চলেছে।

সিআর সেভেন বহুবার জানিয়েছেন যে তাঁর একটাই স্বপ্ন যাতে ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়রও পেশাদার ফুটবলার হয়। রোনাল্ডো একবার বলেছিলেন, ”ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়র ফুটবল খেলাটাকে ভালবাসে। ও আমার মতোই খুবই কম্পিটিটিভ। আমি চাই ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়রও ফুটবলার হোক।”

রোনাল্ডো জুভেন্তাসে থাকাকালীন সেই ক্লাবের অনূর্ধ-১২ দলের হয়ে খেলেছে ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়র। পাশাপাশি কাই রুনি আবার কয়েকটা দুরন্ত পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছে ম্যান ইউনাইটেডের অনূর্ধ-১২ দলের হয়ে। একটা ম্যাচে আবার হ্যাটট্রিকও করে কাই। কাই ও ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়রের জুটি ম্যান ইউনাইটেডের অনূর্ধ ১২ দলকে অনেক সাফল্য এনে দেবে, এমনটাই আশা ম্যান ইউনাইটেড ভক্তদের।

# শোণিতপুরের নাগশংকরে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধিত স্পোর্টস স্টেডিয়াম

সতিয়া (অসম), ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মধ্য অসমের শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত সতিয়া বিধানসভা এলাকার নাগশংকরে বহু প্রতীক্ষিত স্পোর্টস স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে জনসংযোগ ও জলসম্পদ দফতরের মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, তেজপুরের সাংসদ পল্লবলোচন দাস, সতিয়ার বিধায়ক পদ্ম হাজরিকা, বিধায়কগণ যথাক্রমে প্রমোদ বরঠাকুর, পৃথ্বীরাজ রাভা, কৃষ্ণকমল তাঁতি, গণেশ লিম্বুকে সঙ্গে নিয়ে ফিতা কেটে স্পোর্টস স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে সিগন্যাচার প্রজেক্টের অধীনে ১০ কোটি টাকা ব্যায়ে এই স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে। আজ স্টেডিয়ামটির উদ্বোধন হয়েছে। এখন স্থানীয় খেলোয়াড়রা এখানেই অনুশীলন করতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে স্টেডিয়াম চত্বরে একটি ইনডোর স্টেডিয়াম এবং একটি সুইমিং পুলের জন্য আরও ১০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন ড় শর্মা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা শোণিতপুর জেলার সতিয়া বিধানসভা এলাকার জামুগুড়ি হাটে নির্মীয়মাণ বারেশহরিয়া ভাওনা কমপ্লেক্সের কাজকর্ম পরিদর্শন করে এর অগ্রগতির খোঁজ-খবর নিয়েছেন। সতিয়া সফরকালে মুখ্যমন্ত্রীকে বারেশহরিয়া ভাওনা পাট্টাদার, রাইজসভা, শ্রীমন্ত শংকর নামধর্ম সমাজ সহ বিভিন্ন সংগঠন সংবর্ধনা জানিয়েছে।

# কোচ বাসুদেব পরাঞ্জপের সম্মানে ভারতীয় দল কালো ব্যান্ড পড়ে মাঠে

ওভাল, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের ওভালে চতুর্থ ম্যাচে ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি কোচ বাসুদেব পরাঞ্জপের সম্মানে ভারতীয় দল কালো ব্যান্ড পড়ে মাঠে নামে। এই ম্যাচে ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুট টস তে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন। এদিন বিসিসিআই একটি ছবি সহ টুইট করেছে, ’ভারতীয় ক্রিকেট দল আজ বাসুদেব পরাঞ্জপের সম্মানে কালো ব্যান্ড নিয়ে খেলছে।’

বাসু পরাঞ্জপে সোমবার (৩০ আগস্ট) শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর খবর আসার সাথে সাথেই ক্রীড়া জগতে শোকের ছায়া নেমে আসে। সুনীল গাভাস্কার, দিলীপ ভেঙ্গসকার, শচীন তেন্ডুলকারের মতো কিংবদন্তি ক্রিকেটারদের লালন -পালনকারী বাসু ৮২ বছর বয়সে মুম্বইয়ের মাটুঙ্গায় তাঁর বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি মুম্বাইয়ের হয়ে ২৮টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলেছেন। এই সময়ে, তিনি দুটি সেঞ্চুরি এবং অর্ধশতকের সাহায্যে ৭৮৫ রান করেন। ভাসু অবশ্য তার কোচিংয়ের জন্য আরও বিখ্যাত হয়ে ওঠে। শচীন, গাভাস্কার এবং ভেঙ্গসকারের মতো কিংবদন্তিদের তিনি প্রথম দিনেই ক্রিকেটের পাঠ শিখিয়েছিলেন।

# বন্ধুত্বপূর্ণ প্রীতি ম্যাচে সুনীল ছেত্রীদের রুখে দিল নেপাল

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : নেপালের বিরুদ্ধে প্রথম বন্ধুত্বপূর্ণ প্রীতি ম্যাচেই আটকে গেল ইগর স্টিম্যাচের দল। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে শক্তিশালী ভারতীয় দলকে রুখে দিল নেপাল। খেলার ফল ১-১। নেপালের হয়ে প্রথমে গোল করেন অঞ্জন বিস্ত। ভারতের হয়ে পালটা গোল শোধ করলেন অনিরুদ্ধ থাপা।

অক্টোবরে মলদ্বীপে অনুষ্ঠিত হবে সাফ কাপ। আর সেই সাফ কাপের প্রস্তুতির জন্য নেপালে দুটো প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে গিয়েছে ভারতীয় দল। কিন্তু বৃহস্পতিবার প্রথম ফ্রেন্ডলি ম্যাচেই ধাক্কা খেল ইগর স্টিম্যাচের দল। কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মকভাবে খেলতে থাকে দুই দল। কিন্তু কেউই গোলের মুখ খুলতে সক্ষম হয়নি। ধীরে ধীরে খেলায় নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেন সুনীল ছেত্রীরা। বিরতির খেলা শেষ হওয়ার সময় ০-১ গোলেই পিছিয়ে ছিল ভারতীয় দল।

দ্বিতীয়ার্ধে গোল শোধে মরিয়া হয়ে ওঠে ইগর স্টিম্যাচের ছেলেরা। একের পর এক আক্রমণ তুলে আনতে থাকেন সুনীল ছেত্রীরা। শেষ পর্যন্ত ৬০ মিনিটে অনিরুদ্ধ থাপা গোল করে ভারতকে সমতায় ফেরান। শেষদিকে, নেপালও বেশ কয়েকটা সুযোগ পেলেও তা থেকে গোল আসেনি। ফলে শেষপর্যন্ত ১-১ গোলেই শেষ হয় ম্যাচটি।

# রোনাল্ডোকে সাত নম্বর জার্সি দিতে শেষ চেষ্টা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের

ম্যাঞ্চেস্টার, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে সই করানোর আগেই এডিনসন কাভানিকে সাত নম্বর জার্সি ছেড়ে দিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের নিয়ম অনুযায়ী কোনও ফুটবলারকে জার্সি নম্বর দিয়ে নথিভুক্ত করলে গোটা মরসুম সেই নম্বরের জার্সি পরেই খেলতে হবে। রোনাল্ডোর জন্য সাত নম্বর জার্সি ছাড়তে রাজি কাভানি। ইপিএল-র নিয়ম অনুযায়ী সেটা সম্ভব নয়। তবে ইপিএল কমিটির কাছে আবেদন করেছে ম্যাঞ্চেস্টার।

দল বদলের শেষ দিনে ম্যাঞ্চেস্টার ছেড়ে দিয়েছে ড্যানিয়েল জেমসকে। ম্যাঞ্চেস্টার দলে ২১ নম্বর জার্সি পরতেন তিনি। উরুগুয়ের হয়ে এই নম্বরের জার্সি পড়তেন কাভানি।

নেটাগরিকদের মতে রোনাল্ডোকে সাত নম্বর জার্সি দেওয়ার জন্যই জেমসকে ছেড়ে দিল ম্যাঞ্চেস্টার। লেফট উইঙ্গার জেমস যদিও ছাড়তে চাইছিলেন, কারণ রোনাল্ডো আসায় প্রথম দলে যে তাঁর জায়গা হবে না তা বুঝে গিয়েছিলেন তিনি। কাভানিকে ২১ নম্বর জার্সি দিয়ে ৭ নম্বর জার্সি পরবেন রোনাল্ডো। তবে ইপিএল কমিটি এই নিয়ম মানবে কি না তা এখনও পরিষ্কার নয়।

# অনন্য নজির বিরাট কোহলির, ভেঙে দিলেন সচিন তেন্ডুলকর ও এমএস ধোনির রেকর্ড

ওভাল, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ব্যাটে রানের খরার মাঝেই বৃহস্পতিবার ওভালে অনন্য রেকর্ড অধিকারী হলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ভেঙে দিলেন সচিন তেন্ডুলকর ও ধোনির রেকর্ড। প্রায় ২ বছর ধরে সেঞ্চুরি নেই বিরাটের বাটে। কিন্তু তাও আধুনিক ক্রিকেটের ”রান মেশিন” বলা হয় ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে। তার বাট কথা বলে। কিন্তু বিরাট কোহলির ও রেকর্ড গড়া যে একে অপরের পরিপূরক। তাই কেরিয়ারের দীর্ঘতম অফ ফর্মের মধ্যেই এমন রেকর্ড গড়লেন বিরাট কোহলি যা নেই বিশ্বে কোনও ব্যাটসমানের। বলা বাহুল্য একটি নয় দুটি রেকর্ড গড়লেন ভারত অধিনায়ক। ব্যাটসম্যান হিসেবে ভাঙলেন সচিন তেন্ডুলকরের রেকর্ড ও অধিনায়ক হিসেবে ভাঙলেন এমএস ধোনির রেকর্ড। লিডস টেস্টের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৩ হাজার রান পূরণ করতে বিরাট কোহলির দরকার ছিল মাত্র ১ রান। ওভালে অ্যান্ডারসনের বলে চার মেরে খাতা খুলতেই অনন্য রেকর্ড গড়লেন বিরাট। ভারত অধিনায়ক ৪৯০টি ইনিংসে এমন কৃতিত্ব অর্জন করেন। সেই নিরিখে সবথেকে কম ইনিংসে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৩ হাজার রান পূর্ণ করার রেকর্ড গড়েন কোহলি। আগে এই নজির ছিল সচিন তেন্ডুলকরের নামে। তিনি ৫২২টি ইনিংসে ২৩ হাজার রান পূর্ণ করেছিলেন। সুতরাং সচিনের থেকে ৩২টি ইনিংস কম খেলেই মাইলস্টোন টপকে যান বিরাট। এর পাশাপাশি অধিনায়ক হিসেবেও নজির গড়লেন বিরাট কোহলি। মহেন্দ্র সিং ধোনিকে টপকে ভারতের বাইরের মাটিতে কোন এক নির্দিষ্ট দেশে সর্বাধিক টেস্টে অধিনায়কত্ব করার নজির গড়লেন কোহলি।

# সিদ্ধার্থ শুক্লার প্রয়াণে টুইট করে সমবেদনা সহবাগ, হরভজনদের

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : অভিনেতা সিদ্ধার্থ শুক্লার অকালপ্রয়াণে স্তম্ভিত ক্রীড়া জগতও। বৃহস্পতিবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে প্রয়াত হন অভিনেতা সিদ্ধার্থ শুক্লা। এই অভিনেতার অকালপ্রয়াণে শোকস্তব্ধ বলিউড। ক্রীড়াবিদরাও ব্যতিক্রম নন। টুইট করে প্রয়াত অভিনেতার পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের সমবেদনা জানিয়েছেন তাঁরা।

প্রথমেই টুইট করেন বীরেন্দ্র সহবাগ। তিনি টুইটে লেখেন, ”জীবন কতটা অনিশ্চিত, এই ঘটনা তা আরও এক বার প্রমাণ করে দিল। সিদ্ধার্থ শুক্লার পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের প্রতি সমবেদনা”। প্রাক্তন ক্রিকেটার যুবরাজ সিং লিখেছেন, ”সিদ্ধার্থ শুক্লার মতো তরুণ এবং প্রতিভাবান অভিনেতাকে অকালে চলে যেতে দেখে প্রচণ্ড ব্যথিত। ওর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি সমবেদনা রইল”। হরভজন সিংহ টুইটারে লিখেছেন, ”আমি প্রচণ্ড অবাক! খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলে। বিশ্বাসই হচ্ছে না যে সিদ্ধার্থ শুক্লা আর নেই! পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের প্রতি সমবেদনা রইল”।

কালার্স চ্যানেলের ”বালিকা বধূ” ধারাবাহিকের মাধ্যমে পরিচিতি পান সিদ্ধার্থ। সেই ধারাবাহিকের নায়িকা আনন্দীর দ্বিতীয় স্বামী শিবরাজ শেখরের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সিদ্ধার্থ। এর পরে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ২০১৪ সালে ”হাম্পটি শর্মা কি দুলহনিয়া” ছবিতে আলিয়া ভট্ট এবং বরুণ ধবনের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তিনি। ”সাবধান ইন্ডিয়া” এবং ”ইন্ডিয়াজ গট ট্যালেন্ট” -এর মতো রিয়্যালিটি শো-তেও সঞ্চালক হিসেবে বেশ কিছু দিন কাজ করেছিলেন সিদ্ধার্থ।

এর পর ২০১৯ সালে ”বিগ বস”-এর ১৩ তম সিজনে প্রতিযোগী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন সিদ্ধার্থ। সেই সময় তাঁকে নিয়ে প্রবল চর্চা হয়। সেই রিয়্যালিটি শোয়ে জয়ী হয়েছিলেন তিনি।

# ফের রেকর্ড, আন্তর্জাতিক গোলদাতাদের শীর্ষে রোনাল্ডো

লিসবন, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : রোনাল্ডোর মুকুটে সাফল্যের নতুন পালক জুড়ল। পুরুষদের আন্তর্জাতিক গোল করার তালিকায় শীর্ষে উঠে এলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ইরানের আলি দাইয়ের ১০৯ গোলকে টপকে গিয়েছেন তিনি। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জনকারী ম্যাচে এই রেকর্ড গড়েন রোনাল্ডো। বর্তমানে তাঁর মোট গোল সংখ্যা ১১১। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে আলি দাইয়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রথম স্থানে ছিলেন রোনাল্ডো। এরপর জোড়া গোল করে টপকে যান আলি দাইকে। ২-১ গোলে আয়ারল্যান্ডকে হারায় পর্তুগাল। দেশের হয়ে মোট ১৮০ টি ম্যাচ খেলে রোনাল্ডোর গোলের সংখ্যা ১১১টি। যেখানে আলি দাই ১৪৯ ম্যাচে করেছিলেন ১০৯টি গোল। ম্যাচ শেষে রোনাল্ডো বলেন, ”আমি খুব খুশি, তবে আমি রেকর্ড ভেঙেছি সেইজন্য নয় কিন্তু আমরা একটা বিশেষ মুহূর্তের মধ্যে আছি সেই জন্য।

পিছিয়ে থেকে দু গোল দেওয়া খুব কঠিন। তবে দল যা করেছে তারজন্য আমি প্রশংসা করব। আমাদের শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল।” ম্যাচে শুরুতে গোল করে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল পর্তুগালের সামনে। ম্যাচের ১৫ মিনিটের মাথায় একটা পেনাল্টি পান রোনাল্ডোরা। এরপর ম্যাচের ৪৫ মিনিটের মাথায় গোল করে এগিয়ে যায় আয়ারল্যান্ড। দ্বিতীয়ার্ধে ফের রোনাল্ডোর নায়কোচিতভাবে ফিরে আসেন।

# ওভাল টেস্টে লিডসের হতাশা ভুলে লর্ডস থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরামর্শ শাস্ত্রীর

ওভাল, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): জয়ের পথে ফিরতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়াকে লিডসের হতাশা ভুলে লর্ডস থেকে শিক্ষা নেওয়ারই পরামর্শ দিচ্ছেন দলের কোচ রবি শাস্ত্রী। নিজের বইয়ের প্রোমোশন করাকালীন তিনি বলেন, ‘আমাদের শেষ ম্যাচের কথা সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকে মুছে ফেলে লর্ডস জয়ের ভাল দিকগুলো মনে করতে হবে। আমি জানি এটা মুখে বলা কাজে করার থেকে অনেক বেশি সহজ। তবে খারাপের পাশপাশি ভাল জিনিসগুলোকেও মনে রাখতে হয়। খেলায় তো খারাপ দিন আসেই।’

লিডসে প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং ব্যর্থতাই ভারতকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছিল বলে দাবি ভারতীয় কোচের। তবে তা ভারতের খেলার ধরনে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন তো ঘটাবে না বলে দাবি তাঁর। বরং ভারতের চেয়ে সিরিজ জেতার চাপ ঘরের মাঠে খেলা ইংল্যান্ডের অনেক বেশি বলেই মত শাস্ত্রীর। ‘যদি কেউ ভাবে ভারতীয় দল দমে যাবে (লিডসে পরাজয়ের পর), তাহলে তারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণায় রয়েছে।

সিরিজের বর্তমান ফল ১-১ এবং আমরা বিদেশের মাটিতে খেলছি। চাপ তো গোটাটাই ইংল্যান্ডের, কারণ ওরা নিজের ঘরের মাঠে খেলছে। আমরা ওদের সঙ্গে যা করার ভারতে তা করে ফেলেছি, এবার জয়ের তাগিদ ওদের বেশি হওয়ার কথা। তবে আমরা যে ওদের কড়া টক্কর দেব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।’ আগাম বার্তা শাস্ত্রীর।

লিডসে ইনিংস ও ৭৬ রানে পর্যদুস্ত আজ ২ সেপ্টেম্বর থেকে ওভালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চতুর্থ টেস্ট খেলতে নামবে। লিডসের দুঃস্বপ্ন ভুলে ভারত পুনরায় দাপট দেখাতে পারবে কি না, এখন সেই প্রশ্নই সকলের মুখে মুখে ঘুরছে। তবে আত্মবিশ্বাসী রবি শাস্ত্রী।

# অশ্বিনকে না খেলানো অন্যায়, বলে দিলেন বোলিং কোচ

ওভাল, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে নিয়ে ভারতীয় শিবিরে অশান্তির আঁচ। বোলিং কোচ ভরত অরুণের কথায় তারই ইঙ্গিত। অশ্বিনকে বাদ দেওয়া নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুললেন। টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ ভরত অরুণ অশ্বিনকে না খেলানোকে দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করছেন। টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ বলেন, ‘অশ্বিন আমাদের টিমের সেরা বোলারদের একজন। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে এখনও পর্যন্ত খেলেনি অশ্বিন।’ রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে জো রুটের ইংল্যান্ড ভয় পাচ্ছে, ভারত জানে। কিন্তু তার পরেও আজ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা ওভাল টেস্টে অশ্বিনকে খেলানো হবে কি না, ঠিক করে উঠতে পারেনি ভারতীয় টিম। আসলে অধিনায়ক বিরাট কোহলি বরাবরই স্পিনের থেকে পেসারদের বেশি পছন্দ করেন। বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে। সেজন্য প্রথম তিন ম্যাচে চার পেসার নিয়েই খেলেছে ভারত। রবীন্দ্র জাদেজা খেলেছেন একমাত্র অল-রাউন্ডার হিসাবে।

ওভালের পিচে স্পিনার প্রয়োজন হবে বলেই মনে করছেন অরুণ। তিনি বলেন, “ইতিহাস বলে ওভালের পিচে স্পিন কাজে লাগে। ইংল্যান্ড জানে জাডেজা এবং অশ্বিন একসঙ্গে খেললে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে। পিচ থেকে সাহায্য পেলে ওরা যে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে, তা বলাই যায়।”

No.F.6(4A)/RTC/Estt/GUEST/13-14/351

**WALK-IN-INTERVIEW**

Applications are invited in plain paper for walk-in-interview for the engagement of Guest/visiting lecturer in the following subjects:-

**Bengali, English, Mathematics, Political Science, History, Physical Educaton, Kokborok, Commercial Law, Human Physiology, Zoology, Sanskrit, Physics, Chemistry, Computer and Pali.**

Candidates are requested to bring their original certificates with photocopy of the same along with an application in a plain paper on 10/09/2021 to the Office of Principal, Ramthakur College, Agartala at 11a.m.

1. Qualification:

a) At least 55% marks in Masters Degree Level in the relevant subject.

b) 5% marks relaxation in case of ST/SC/PH/Ph.D Degree holder candidates.

c) Priority to be given to NET / SLET / Ph.D holder candidates.

2.Person earlier engaged as Guest Lecturer in this college need not have to face interview but to submit up to date Bio-data by 10/09/2021

3. Engagement will be made on merit basis by way of maintaining the reservation policy of the State Govt.

4. Payment of Honorarium and other terms of condition for the engagement will be made as per

**Sd/- Illegible**
**Principal**
**Ramthakur College**
**Agartala**

**ICA/D/773/2021-22**

No F 1 (41)-REV/CS/DM(G)12021-22/1017 Dated. 31/08/2021

**Notice Inviting' Quotation**

Notice inviting quotation in sealed cover is hereby invited by the undersigned for supply the following IT peripherals & furniture for up-gradation of Modern Record Room for Kakraban and Karbook Revenue Circle under Gomati District. The interest Firms / Agencies should quotation rate for article wise in neatly both in words and figures separately against the articles for all Items.

Tender should only be dropped in the specific tender box kept in the office chamber of the Senior Deputy Magistrate (HoO/DDO), DM's office, Gomati District, Udaipur on or before **9th September, 2021 at 11.00 AM and the same will be opened on the same day at 3.30 P.M,** if possible in presence of the tenderer or his/ her representatives, if remain present. If last day of receiving tender or the day tender opening becomes paralysed due to any un-foreseen reason(s)/holiday then the next government working day will be the last day of receiving tender or the day of tender opening.

Details about the terms & conditions may be collected from the office of the undersigned at during office hours only and the same may also be seen in the District website https:// qomati.nic.in or office Notice Board.

**(Raval H. Kumar, IAS)**
**District Magistrate & Collector**
**Gomati District, Udaipur**

**ICA-C-1977/2021-22**

সন্ধান চাই

**Ref: Jolaibari OP GDE No. 19 dated 28-08-2021**

পাশের ছবিটি শ্রী জুটন নম, পিতা- শ্রী সন্তোষ নম, আনুমানিক বয়স ২৭ বৎসর, সাং- উত্তর জোলাইবাড়ি (মনা দাস পাড়া), থানা-বাইখোড়া, জেলা- দক্ষিণ ত্রিপুরা, উচ্চতা- ৫ ফুট, গায়ের রঙ- শ্যামলা, পরনে কটনের কালো পেন্ট ও গায়ে ঘিয়া রঙের গেঞ্জি। গত ২৭-০৮-২০২১ (ইং) সকাল অনুমান ৬ টা নাগাদ নিজ বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়, সে আর বাড়িতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তিকে এখন পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগের ঠিকানা

১। এস.পি (ডি. আই.বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোন নম্বর ঃ- ০৩৮২৩-২২২০৫২
৭৬২৮০০৭০৭৯

২। বাইখোড়া থানা ঃ- ফোন নম্বর ঃ- ৭০৮৫৮৭৮৮৮৫

**ICA/D/772/2021-22**

**Superintendent of Police**
**South Tripura District**

ল্যাবরেটরি টেকনেশিয়ান পদে নিয়োগের দাবিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের সামনে ধরণা বেকার যুবক যুবতীদের। ছবি নিজস্ব।

# ত্রিপুরা থেকে বিহারে পাচারের পথে কাছাড়ে হিলাড়ায় ৬১ লক্ষ টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত ডিআরআই-এর, আটক দুই

শিলচর (অসম), ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : লরি বোঝাই করে ত্রিপুরা থেকে বিপুল পরিমাণের কমপক্ষে ৬১ লক্ষ টাকার গাঁজা বিহারে পাচারের পথে কাছাড় জেলার হিলাড়ায় দুই ব্যক্তিকে আটক করেছেন ডিরেক্টর অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই) বিভাগের আধিকারিকরা। নির্ভরযোগ্য গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বুধবার সন্ধ্যা থেকে ওৎ পেতে রাত একটা নাগাদ হিলাড়ায় ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য লাভ করেছেন ডিরেক্টর অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা শাখার শিলচর রংপুর কার্যালয়ের আধিকারিকরা।

আজ বৃহস্পতিবার ডিআরআই সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত একটা নাগাদ ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের হিলাড়া রেলগেট সংলগ্ন স্থানে পিবি ১২ টি ৮৬২৯ নম্বরের একটি ট্রাককে সিগন্যাল দেন অভিযান আধিকারিকরা। ট্রাকটি গতিরোধ করে দাঁড়িয়ে পড়ে। আধিকারিকদের জেরায় ট্রাক চালকের কথাবার্তায় ইতস্ততা শুরু হয়। চালক ও সহ-চালকের অসংলগ্ন কথাবার্তায় সন্দেহ ঘণীভূত হয় ডিআরআই আধিকারিকদের। ততক্ষণে তারা নিশ্চিত হন, ট্রাকটিতে বিপুল পরিমাণের গাঁজা মজুত রয়েছে। তড়িঘড়ি ট্রাকটির গতিপথ পাল্টে রাতেই সোজাসুজি শিলচর রংপুর শান্তিপাড়ার ডিআরআই কার্যালয়ের পার্শ্বর্বর্তী বাউরিলাল বাকলিওয়াল অ্যান্ড সনসনামের পেট্রোল পাম্পে নিয়ে আসেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

ট্রাকটি পেট্রোল পাম্পে থামিয়ে ভেতর থেকে গাঁজার প্যাকেজগুলো বের করেন তারা। ট্রাকের নীচের দিকে অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থায় বিভিন্ন গোপন চেম্বারে রাখা ছিল গাঁজার প্যাকেটগুলো।

ডিআরআই সূত্রে জানা গেছে, আটককৃত ট্রাক থেকে ৪০০ কেজির বেশি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। কেজি প্রতি ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকার হিসেবে বাজেয়াপ্তকৃত গাঁজার বাজারমূল্য কম করেও ৬১ লক্ষ টাকা হবে। তবে রংপুর পেট্রোল পাম্পে সে সময় উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীরা মনে করছেন, বাজেয়াপ্তকৃত গাঁজাগুলির পরিমাণ আরও বেশি হবে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, মোট ৫৩ প্যাকেট গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেটে কুড়ি কেজির হিসাবে মোট ১,০৬০ কেজি পরিমাণের গাঁজা উদ্ধার করেছেন আধিকারিকরা। সে হিসাবে উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজারমূল্য কোটি টাকার বেশি হবে বলে ধারণা প্রত্যক্ষদর্শীদের।

এদিকে উদ্ধারকৃত গাঁজার সঠিক পরিমাণ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে কোনও ধরনের মন্তব্য করতে চাননি তদন্তকারী আধিকারিকরা। তাই সঠিক পরিমাণ জানা যায়নি। অসমে গাঁজা চোরাচালানের ক্ষেত্রে কেজি প্রতি বাজারমূল্য মেরে-কেটে ১৫ হাজার টাকা। তবে বিহার, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লিতে নিষিদ্ধ গাঁজার বাজারমূল্য অনেক বেশি বলে জানিয়েছেন ডিআরআই বিভাগের এক আধিকারিক।

অন্যদিকে বিপুল পরিমাণের গাঁজা পাচারের মতো বেআইনি কাজে লিপ্ত থাকার দায়ে ট্রাকের চালক শুক্কুর আলি ও তপনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন ডিআরআই আধিকারিকরা। বিপুল পরিমাণের গাঁজাগুলো নিয়ে আগরতলা থেকে বিহারের উদ্দেশ্য রওয়ানা দিয়েছিল বলে ধৃত শুক্কুর আলি জানিয়েছে। বর্তমানে আটক দুজনকে ডিআরআই আধিকারিকদের হেফাজতে রেখে জেরা চালানো হচ্ছে। ধৃত দুজনেরই বাড়ি আগরতলায় বলে জানা গেছে। ধৃতদের আগামীকাল শুক্রবার শিলচর আদালতে সোপর্দ করবে ডিআরআই। উল্লেখ্য, ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ নেশাজাতীয় গাঁজা চাষ হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে অভিযানে চালিয়ে উদ্ধারকৃত গাঁজাগুলোর মধ্যে শতকরা ৯০ শতাংশই ত্রিপুরায় উৎপাদন হয় বলে জানা গেছে। ত্রিপুরা থেকে দেশের অন্যান্য স্থানে, এমন-কি বাংলাদেশ, মায়ানমার, পাকিস্তানে পাচার করে থাকে বেআইনি মাদক ব্যবসায়ী চক্র।

# চৌদ্দ দফা দাবীতে গৌরনগর ব্লকের বিডিওকে ডেপুটেশন ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।।** ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন কৈলাসহর মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে চৌদ্দ দফা দাবি আদায়ে গৌরনগর ব্লকের বিডিও-এর নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। কৃষক শ্রমিক ও ক্ষেতমজুরদের গুরুত্বপূর্ণ ১৪দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার ঊনকোটি কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লক আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।ডেপুটেশন প্রদানের পূর্বে দলীয় কর্মী সমর্থকরা গৌরনগর বাজারে অবস্থিত দলীয় অফিসে মিলিত হয়ে দলীয় অফিস থেকে মিছিল বের করে। মিছিলটি গৌরনগর বাজারের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে গৌরনগর ব্লকের বিডিও অফিসে এসে অফিস প্রাঙ্গণে এক সভায় মিলিত হয়। সভায় দলের বিভিন্ন নেতৃত্ব চৌদ্দ দফা দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। সভা চলাকালীন পাঁচ জনের এক প্রতিনিধি দল বিডিও রামেশ্বর চক্রবর্তীর নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হন। ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের ঊনকোটি জেলা কমিটির সম্পাদক কান্তিলাল দেব, কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সম্পাদক মুকুট আলী, কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সভাপতি বিপুল সিনহা, মহকুমা কমিটির সদস্যা মাধুরি চক্রবর্তী। ডেপুটেশনের পূর্বে দলীয় মিছিলে দলীয় কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিল। ডেপুটেশন শেষে বিডিও অফিস প্রাংগনে দলীয় সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা সম্পাদক কান্তি লাল দেব বলেন-, সরকারের আমলে কৃষক ক্ষেতমজুর সহ সকল মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে। সরকার যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই সব প্রতিশ্রুতি পালন করছে না। সমস্যায় পড়েছেন কৃষক ক্ষেতমজুর শ্রমিকসহ সকল অংশের মানুষজন। অবিলম্বে দাবি পরণ করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। দাবি পূরণ না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

# নাইট কারফিউর মাঝে দুই গাড়ি চালককে আটকে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি, পুলিশের ভূমিকা সন্দেহজনক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২ সেপ্টেম্বর।।** নাইট কারফিউর মাঝে দুষ্কৃতী দ্বারা মাছ বোঝাই দুই গাড়ি চালককে আটকে দূর্গা পূজোর নামে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি।ঘটনা উত্তর জেলার সদর ধর্মনগরের পূর্ব বাজার এলাকায়। গতকাল রাত্রিবেলা আগরতলার গুল বাজার এলাকা থেকে দুটি বলেরও এবং ডি আই গাড়ি মাছ নিয়ে ধর্মনগরের পূর্ব বাজার এলাকার মাছেরা আরতে আসে।সেখানে গাড়ি থেকে মাছ নামানোর সময় একটি মারুতি গাড়ি নিয়ে কতিপয় তিন দুষ্কৃতিকারী দুটি মাছের গাড়ির চালক টুটন দাস ও বিক্রম ঘোষকে ক্লাবের নাম করে একটি পরিত্যক্ত ঘরে নিয়ে যায়।সেখানে নিয়ে গিয়ে দুই চালকের কাছ থেকে দুর্গা পুজোর চাঁদা হিসাবে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। গাড়ি চালকরা মালিকের সাথে যোগাযোগ করার কথা বললে দুই চালককে প্রচন্ড মারধর করে দুষ্কৃতিকারী দলটি। সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে চালকরা ধর্মনগর থানায় লিখিত অভিযোগ করে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় অভিযুক্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। এদিকে চালকদের অভিযোগ, তারা দীর্ঘ তিন বছর যাবত আগরতলা থেকে ধর্মনগর মাছ সরবরাহ করে আসছেন। কিন্তু এধরনের ঘটনা কখনো সংঘটিত হয়নি।

তাই চালকরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আগরতলা থেকে ধর্মনগরে কোন মাছের গাড়ি আসবেনা। অপরদিকে দুষ্কৃতিকারী দলটি একটি মাছের গাড়ির চাবি নিয়ে গেছে বলে চালকদের অভিযোগ।পাশাপাশি নানা মহল থেকে প্রশ্ন উত্তর শুরু করেছে, যেখানে রাত্রিবেলা নাইট কারফিউ চলছে সেখানে কিভাবে মাছের গাড়ির দুই চালককে তুলে নিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করল দুস্কৃতিকারীর দল।সন্দেহের কাটগড়ায় ধর্মনগর থানার ভূমিকা। আদতে চাঁদার জুলুমবাজি নাকি বদনামের চেষ্টা স্থানীয় ক্লাবগুলোকে? সঠিক তদন্তের দাবি নানা মহলের।

# নাইট কারফিউর মধ্যেই কমলপুরে দোকানে চুরি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।।** আবারও নৈশ কালীন কার্ফু চলাকালীন অবস্থায় মুদি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটলো কমলপুর শহরে। গত কয়েক মাসে পরপর বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনায় শহরের ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।বুধবার গভীর রাতে কমলপুর শহরের বালিগাঁও রোডে আদালত কোয়াটার সংলগ্ন ও থানা থেকে ঢিল ছুড়া দূরত্বে পরপর দুটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। চোরেরা মুদি দোকানের মালিক সমর পালের দোকানের দরজার তালা ভেঙ্গে প্রবেশ করে দেড় লাখ টাকার সিগারেট সহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়।

চোরেরা পাশের প্রসেনজিৎ দেবের টায়ার, মোবিল দোকানে দরজার তালা ভেঙ্গে প্রবেশ করে বেশ কিছু জিনিষ পত্র চুরি করে নিয়ে যায়। নৈশ কার্ফু চলাকালীন চোরেরা নির্দিধায় চুরি করে যাচ্ছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট মহলে।।কমলপুর শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা গুলিতে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এ ধরনের চুরির ঘটনা পরপর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

# দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে হালহালিতে তৃণমূলের মিছিল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।।** তৃনমূল কংগ্রেসের দলীয় কর্মীদের উপর বিজেপি দলের আক্রমন, গ্যাস সহ বিভিন্ন দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার কমলপুর হালহালি বাজারে প্রতিবাদ মিছিল করল কমলপুর তৃনমূল কংগ্রেস।

রাজ্যে প্রতিনিয়ত তৃনমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপর আক্রমন সংঘটিত করে চলেছে একাংশের শাসক দলের দুর্বৃত্তরা। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।অগ্নি মূল্যের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার কমলপুরের হালহালি বাজারে তৃনমূল কংগ্রেস প্রতিবাদ মিছিল বের করে। মিছিলটি বাজারের সমস্ত পথ পরিক্রমা করে হালহালি-- দেবীছড়া রাস্তার চৌমাথায় এসে সমাপ্ত হয়। প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্ব দেন তৃণমূল কংগ্রেসের ধলাই জেলার সাধারন সম্পাদক ব্রজ গোপাল ধর। মিছিল সংগঠিত করে ধলাই জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারন সম্পাদক ব্রজ গোপাল ধর বলেন বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে রাজ্যবাসীকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই সব প্রতিশ্রুতি তারা পালন করেনি। জনগণের সঙ্গে তারা প্রতারণা করেছে। জনগন এর যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত। বিকল্প হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেসকে বেছে নিতে শুরু করেছেন রাজ্যবাসী। সংগঠনকে মজবুত করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।ধলাই জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারন সম্পাদক ব্রজ গোপাল ধর রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং জনগণের প্রতি বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতারণার প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

# করোনা পজেটিভ রোগীকে নিয়ে তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল কতৃপক্ষের ভূমিকায় ক্ষোভ জনমনে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ সেপ্টেম্বর।।** করোনা শনাক্ত রোগীদের নিয়ে তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় একদিকে যেমন সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে, ঠিক তেমনি জনমনে আতংক বাড়ছে। করোণা সংক্রমণ কিছুটা হ্রাস পেলেও এখনো রাজ্যে প্রতিদিন বিভিন্ন হাসপাতালে করোনা সংক্রমিত রোগী পাওয়া যাচ্ছে। তা থেকে ব্যাতিক্রমী নয় তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালও। বৃহস্পতিবারও তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে রোগিণীর শরীরে পাওয়া যায় করোনার জীবাণু। করোণা সংক্রমনের শুরুতেই প্রশাসনিক ভাবে করোণা রোগীদের অতি সতর্কভাবে কোভিড কেয়ার সেন্টার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# বিদ্যুৎ, জল ও রাস্তাঘাট বেহাল ভাগ্যপুর গ্রামের আশিটি পরিবারের ভাগ্য ফিরছে না

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২ সেপ্টেম্বর।।** বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে শুরু করে পানীয় জল ও চলাচলের উপযোগী রাস্তাঘাট থেকে বঞ্চিত উত্তরের ভাগ্যপুর গ্রামের সত্তর থেকে আশিটি পরিবার।উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমার কালাছড়া ব্লকাধীন ভাগ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নং ওয়ার্ডে বসবাসকারি জনগন নানা সমস্যার মধ্যে দিন গুজরান করছেন। দুই নং ওয়ার্ডে রয়েছে পানীয় জল ও রাস্তাঘাট বিদ্যুতের সমস্যা। উক্ত পাড়াতে বেশ কয়েকটি পরিবার রয়েছে যাহারা ইরিক্সা চালিয়ে পরিবার পরিচালনা করে।কিন্তু উক্ত এলাকায় বিদ্যুতের সমস্যার কারনে ইরিক্সা চালকরা সময় মত ইরিক্সা চার্জ করতে পারছে না।সাত আট মাস পূর্বে উক্ত পাড়াতে স্ট্রিট লাইট লাগানো হয়।

স্টিট লাইট গুলি লাগানোর পর একদিনের জন্যও জ্বলেনি। দীর্ঘ দিন যাবত ভাগ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নং ওয়ার্ডে নানা সমস্যা থাকলেও সমস্যা গুলি সমাধানের জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। ফলে জন দুর্ভোগ চরমে উঠে।কালাছড়া ব্লকাধীন ভাগ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এর দুই নং ওয়ার্ডে সত্তর থেকে আশিটি পরিবার বসবাস করে। এই পাড়াতে নানা সমস্যার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হল পানীয় জলের সমস্যা। পাড়াতে নাই কোন মার্ক টু বা রিংওয়েল। পাড়াতে সাপ্লাইয়ের লাইন থাকলেও সেই সাপ্লাইয়ের পয়েন্ট গুলি দিয়ে জল আসে না। পাড়াতে পানীয় জলের কোন ব্যাস্তা না থাকার কারনে এলাকার জনগন নিজেরা কাঁচা কূয়া তৈরি করে পানীয় জলেরের চাহিদা পূরণ করতে হচ্ছে। এই পাড়াটিতে রয়েছে রাস্তা ঘাটের বেহাল দশা। পড়ার রাস্তা গুলি দীর্ঘদিন যাবত সংস্কার করা হয়নি। রাস্তা গুলি সংস্কার না করার কারনে রাস্তা গুলিতে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট বিরাট গর্তের। বৃষ্টি হলে রাস্তা গুলি দিয়ে যাতায়ত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এলাকার জনগন থেকে শুরু করে স্কুল ছাত্র ছাত্রীরা।তাছাড়া পাড়ার রাস্তা গুলি কাঁচা রাস্তা হবার ফলে রাস্তাতে সব সময় জল দাড়িয়ে থাকে। এই পাড়ার বিদ্যুতেররও বেহাল দশা। দিনের বেশির ভাগ সময় বিদ্যুৎ থাকে না। যা ও কিচ্ছু সময়ের জন্য আসে তখন ভলন্টিজ থাকে লো। গ্রামের জনগন জানান, এই গ্রামে বেশ কয়েকটি পরিবার রয়েছে যাহারা ইরিক্সা চালিয়ে পরিবারের ভরন পোষন চালায়। ইরিক্সা হল ব্যাটারি চালিত।

ব্যাটারি চালিত হবার কারনে ইরিক্সর ব্যাটারি চার্জ দিতে হয়। কিন্তু বিদ্যুতের সমস্যার কারনে তারা সময় মত ইরিক্সার ব্যাটারি চার্জ দিতে পারছে না। ইরিক্সার ব্যাটারি চার্জ দিতে না পারার কারনে চালকরা ইরিক্সা চালাতে পারছে না। গ্রামের জনগন জানায় তাদের পাড়াতে বেশ কয়েক মাস আগে রাস্তাতে স্টিট লাইট লাগানো হয়েছে। এই দুই নং ওয়ার্ডেও বেশ কয়েকটি স্টিট লাইট লাগানো হয়।

কিন্তু বেশ কয়েক হাজার টাকা ব্যয় করে রাস্তাতে স্ট্রিট লাইট লাগানো হলেও এই স্ট্রিট লাইট গুলি একদিনের জন্যও জ্বলেনি। রাত ঘনিয়ে আসলে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের লেম বাতি ভরসা করে পড়াশোনা করতে হয়। তাছাড়া এই গ্রামটি কৃষি নির্ভর গ্রাম। স্বাভাবিক ভাবে অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারনে কৃষি করতে হলে জল সেচের প্রয়োজন।কিন্তু বিদ্যুতের বেহাল দশার কারনে জল সেচ ব্যাবস্তাও ভেঙ্গে পড়েছে।এলাকার জনগন অভিযোগ করে বলেন, তাদের গ্রামের নান সমস্যা গুলি সম্পর্কে তারা পঞ্চায়েত থেকে ব্লক কতৃপক্ষকে বেশ কয়েকবার জানিয়েছে।কিন্তু কোন কাজ হয় নি। এলাকার জনগনের দাবি অবিলম্বে যাহাতে তাদের সমস্যা গুলি সমাধান করা হয়।

# তেলিয়ামুড়া-অমরপুর সড়কের বেহাল অবস্থা, হেলদোল নেই প্রশাসনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।।** তেলিয়ামুড়া অমরপুর সড়কের বিভিন্ন স্থানে রাস্তাটি মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। নামকাওয়াস্তে সংস্কার করা হলেও গুণগত মান নিম্নমানের হওয়ায় চলাচল করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। রাস্তা নয় যেন মরণফাঁদ। যেকোনো সময় ঘটে যেতে পারে বড়ো-সড়ো দুর্ঘটনা।এমনই অবস্থা তেলিয়ামুড়া থেকে অমরপুর যাওয়ার রাস্তায়। তেলিয়ামুড়া মহকুমার খাসিয়ামঙ্গলে তেলিয়ামুড়া সরকারি মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। এই দুইটি জায়গায় রাস্তার মেটেলিং কার্পেটিং উঠে গিয়ে বিশাল বিশাল গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টিতে জল জমে রাস্তাটি মরণ ফাঁদে পরিণত হয়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। এই রাস্তা ধরে বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা তেলিয়ামুড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ে আসে। এই রাস্তা ধরেই অসুস্থ রোগীরা তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে আসে নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে। এলাকার রাস্তাটি সংস্কার করে দেওয়ার জন্য যান চালক থেকে শুরু করে মহাবিদ্যালয়ে আসা ছাত্র-ছাত্রী সহ পথচলতি সাধারণ মানুষজন দাবি জানিয়ে আসছে রাজ্য সরকারের কাছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ।প্রত্যেক দিন এই রাস্তা ধরে চলাচল করা যানচালকদের অভিযোগ, এই রাস্তায় নাম কি ওয়াস্তে কয়েকদিন পর পর কাজ করা হলেও কাজের গুণগত মান থাকে অতি নিম্নমানের। এই রাস্তা ধরে চলাচল করতে গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশের ক্ষয়ক্ষতি হয়। ফলে আয়ের চেয়ে খরচ অনেক বেশি। তাতে সমস্যায় পড়েছে জান চালকরা। অবিলম্বে রাস্তা সংস্কারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে সরকার ও প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

# সাংবাদিককে হত্যার হুমকি ড্রাগস মাফিয়ার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২ সেপ্টেম্বর।।** নেশা কারবারি মাফিয়া কর্তৃক সাংবাদিককে প্রানে মারার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে গন্ডাছড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের সাথে দেখা করল মহকুমা সাংবাদিকরা। আজ গন্ডাছড়া মহকুমা প্রেস ক্লাবের সভাপতি রবি সিং এর নেতৃত্বে মহকুমা কর্মরত সাংবাদিকরা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দসিরাম রিয়াং এর সাথে দেখা করে অভিযুক্ত নেশা কারবারি দীপশান্ত চাকমার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

উল্লেখ্য গতকাল গন্ডাছড়া থানার পুলিশ নেশা কারবারি মাফিয়া হিসাবে পরিচিত দীপশান্ত চাকমাকে হাতে নাতে ধরে গন্ডাছড়া থানায় নিয়ে আসে। নেশা কারবারি মূল মাষ্টার মাইন পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে এই খবর পেয়ে সাংবাদিক নারায়ন ত্রিপুরা তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গন্ডাছড়া থানায় ছুটে যায় এবং নেশা কারবারির ছবি ক্যামেরা বন্দী করতে গেলে সাংবাদিককে পুলিশের সামনেই ভয় হুমকি দিতে থাকে। এমনকি খবর করা হলে সাংবাদিককে প্রানে মারার হুমকি দেয়। থানা সূত্রে জানা গেছে তার বিরুদ্ধে গন্ডাছড়া থানায় গাড়ি চুরি, মোটর সাইকেল চুরি সহ বেশ কিছু চুরির মামলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# অঙ্গনওয়াড়ীর চাকুরি নিয়ে হট্টগোল আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ, প্রতিবাদে অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২ সেপ্টেম্বর।।** অংগনওয়াদীর চাকুরি নিয়ে বাঁধলো হৈ হট্টগোল। চাকুরি প্রদান করার বিনিময়ে উঠলো অনৈতিক আর্থিক লেনদেনের অভিযোগও। শেষ পর্য্যন্ত তা গড়ায় রাস্তা অবরোধের পর্য্যায়ে।যদিও ঘন্টা দুয়েক অবরোধ চলার পর পুলিশ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তা প্রত্যাহৃত হয় বলে জানা গেছে।তবে অংগনওয়াদীর চাকুরিকান্ড নিয়ে এলাকায় রীতিমতো ধুন্ধুমার চলছে বলে খবর।ঘটনা চাম্পাহাওর থানাধীন পশ্চিম লক্ষীছড়া এ ডি সি ভিলেজের দখলসিং বাড়ী। জানা যায় পশ্চিম করাংগিছড়া ভিলেজের কচুবাড়ী অংগনওয়াদী কেন্দ্রের কর্মী নমিতা দেববর্মার মৃত্যুতে সেখানে নতুন কর্মী নিয়োগ করার জন্য সম্প্রতি সমাজ শিক্ষা দপ্তর ইচ্ছুক প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নেয়। মংগলবার আশারামবাড়ী ভিলেজের তুলসীরামবাড়ীর জনৈকা দীপ্তিকন্যা দেববর্মার নামে ঐ চাকুরির অফার আসে।বুধবার তিনি যথারীতি তুলাশিখর আই সি ডি এস ব্লক প্রজেক্ট অফিসে কাজে যোগও দেন।বৃহস্পতিবার সকালে দীপ্তিকন্যা দেববর্মা তার কর্মসল কচুবাড়ী অংগনওয়াদী কেন্দ্রে গেলে ইন্টারভিউতে অংশ নেওয়া সানীয় মহিলাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। উত্তেজনা দেখা দেয় এলাকাবাসীদের মধ্যে এদের বক্তব্য হলো, অংগনওয়াদী কেন্দ্রটি হলো পশ্চিম করাংগিছড়া ভিলেজে। কিন্তু সেখানকার চাকুরি প্রার্থীদের বনিত করে চাকুরির অফার দেওয়া হলো আশারামবাড়ী ভিলেজের একজনকে। এটা মানা যাবেনা। এই অফার বাতিল করতে হবে।তারা এই চাকুরি প্রদান নিয়ে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগও আনেন।সানীয় গ্রামবাসীদের উত্তেজিত আচরণে ভয় পেয়ে দীপ্তিকন্যা দেববর্মা এদিন অংগনওয়াদী কেন্দ্রে প্রবেশ না করেই ফিরে আসেন। ক্ষুব্ধ মহিলারা এরপর বেলা এগারোটা নাগাদ চলে আসেন।সেখানে তারা খোয়াই--- আশারামবাড়ী সড়কে রাস্তা অবরোধে বসে পড়েন।তারা দাবী তুলেন, অফার বাতিল করে পশ্চিম করাংগিছড়া ভিলেজের থেকে লোক নিয়োগ করতে হবে। যদিও ঘন্টা দুয়েক পরে বেলা একটা নাগাদ পুলিশ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহৃত হয়। তাদের দাবিদাওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের গোচরে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকেরা রাস্তা অবরোধ আপাততঃ প্রত্যাহার করাতে পারলেও অংগনওয়াদী কেন্দ্রের চাকুরিকান্ড নিয়ে পশ্চিম করাংগিছড়া ভিলেজের এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে বলে জানা গেছে।এ নিয়ে আরো ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে যাওয়ার আশংকা রয়েছে বলে খবর।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।